আত্মীয়তার সম্পর্ক

ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

Contents

আত্মীয়তার সম্পর্ক

ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

www.hadeethfoundationbd.com

Contents

প্রকাশক
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
নওদাপাড়া, রাজশাহী-৬২০৩
হাফাবা প্রকাশনা-৮৩
ফোন ও ফ্যাক্স : ০২৪৭-৮৬০৮৬১
মোবাইল-০১৮৩৫-৪২৩৪১০, ০১৭৭০৮০০৯০০।

صلة الرحم

تأليف : د. مُحَمَّد كبير الإسلام

الناشر : حديث فاؤنديشن بنغلاديش
(مؤسسة الحديث للطباعة والنشر)

প্রকাশ কাল
যিলহজ্জ ১৪৩৯ হিঃ
ভাদ্র ১৪২৫ বাং
আগস্ট ২০১৮ খ্রিঃ

কম্পোজ
হাদীছ ফাউণ্ডেশন কম্পিউটার্স
মুদ্রণ
হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস
নওদাপাড়া (আমচত্বর)
সপুরা, রাজশাহী

নির্ধারিত মূল্য
২০ (বিশ) টাকা মাত্র।

Attiotar Shamporko by **Dr. Muhammad Kabirul Islam**. Published by **: HADEETH FOUNDATION BANGLADESH**. Nawdapara, Rajshahi, Bangladesh. Ph & Fax : 88-0274-860861. Mob: 01835-423410. E-mail : tahreek@ymail.com. Web : www. ahlehadeethbd.org.

Contents

সূচীপত্র (المحتويات)

প্রসঙ্গ কথা

মানুষ একে অপরের সাথে বিভিন্ন সম্পর্কে জড়িত। মানুষের মাঝের এই সম্পর্কের নাম হচ্ছে 'আত্মীয়তা'। পরস্পরের সাথে জড়িত মানুষ হচ্ছে একে অপরের 'আত্মীয়'। ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজে আত্মীয়তার সম্পর্ক সর্বতোভাবে জড়িত। আত্মীয় ছাড়া পার্থিব জীবন অচল। আত্মীয়দের সহযোগিতা, সহমর্মিতা ও ভালবাসা নিয়েই মানুষ এ পার্থিব জীবনে বেঁচে থাকে। আর আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় না থাকলে জীবন হয়ে যায় নীরস, আনন্দহীন, একাকী ও বিচ্ছিন্ন। তাই পার্থিব জীবনে আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। এই অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কেই আলোচ্য গ্রন্থে আলোকপাত করা হয়েছে। সেই সাথে আত্মীয়তার প্রকার, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষার হুকুম, গুরুত্ব, ফযীলত, আত্মীয়তার সম্পর্ক বৃদ্ধির উপায়, সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার কারণ প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে, যা পাঠকের উপকারে আসবে বলে আমাদের একান্ত বিশ্বাস।

আমাদের এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা আল্লাহ কবুল করুন এবং একে আমাদের নাজাতের অসীলা হিসাবে মঞ্জুর করুন-আমীন!

-বিনীত লেখক

আত্মীয়র পরিচয়

'আত্মীয়' শব্দের অর্থ হচ্ছে স্বজন, জ্ঞাতি, কুটুম্ব, আত্ম সম্পর্কীয়, আপন। আত্মীয়-স্বজন অর্থ রক্ত সম্পর্কীয় আপনজন।[১] আত্মীয়-এর আরবী প্রতিশব্দ হচ্ছে الرَّحِمُ (আর-রাহিমু) বা ذُو الرَّحِمِ (যুর রাহিমি)। 'আত্মীয়তা'-এর ইংরেজী প্রতিশব্দ Kinship ও Relationship ব্যবহৃত হয়।[২] Relationship-এর সংজ্ঞায় Oxford অভিধানে বলা হয়েছে, The way in which two people, groups or countries behave towards each othe or deal with each other. অর্থাৎ এমন পথ-পন্থা যাতে দু'ব্যক্তি, দল বা দেশ পরস্পরের সাথে সদাচরণ করে বা পরস্পরে আলোচনা করে'।[৩]

কেউ কেউ বলেন, وهم من بينه وبين الآخر نسب سواء كان يرثه أم لا سواء كان ذا محرم أم لا- 'আত্মীয় হচ্ছে তারা যাদের মাঝে পারস্পরিক সম্পর্ক আছে, তারা সম্পদের উত্তরাধিকারী হোক বা না হোক, মাহরাম হোক বা না হোক'।[৪]

ইমাম নববী বলেন, الْإِحْسَانُ إِلَى الْأَقَارِبِ عَلَى حَسَبِ حَالِ الْوَاصِلِ وَالْمَوْصُولِ فَتَارَةً تَكُوْنُ بِالْمَالِ وَتَارَةً بِالْخِدْمَةِ وَتَارَةً بِالزِّيَارَةِ وَالسَّلاَمِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، 'আত্মীয়তার সম্পর্ক হচ্ছে সম্পর্ককারী সম্পর্ককৃতের অবস্থা অনুযায়ী আত্মীয়দের প্রতি ইহসান করা। তা কখনও অর্থ-সম্পদ দ্বারা, কখনও সেবা-শুশ্রূষা দ্বারা এবং কখনও দেখা-সাক্ষাৎ ও সালাম বিনিময় প্রভৃতি মাধ্যমে হ'তে পারে'।[৫]

---

১. *বাংলা একাডেমী ব্যবহারিক বাংলা অভিধান, (ঢাকা : বাংলা একাডেমী ঢাকা, ২০১২ খ্রিঃ), পৃঃ ১০২।*

২. *Sailendra Biswas, Samsad Bengali-English Dictionary, (kolkata:Sahittya Samsad, 25th Reprint, 2014), p.110.*

৩. *A.S. Hornby, Oxford Advanced Learner's Dictionary, P. 1285.*

৪. *আবু ইউসুফ মুহাম্মাদ যায়েদ, তায়্যিবুল কালাম ফী ছিলাতির রাহিম, পৃঃ ১।*

৫. *ইমাম নববী, শরহু মুসলিম, ২/২০১।*

আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষার তাৎপর্য

আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষার অর্থ ও তাৎপর্য হচ্ছে আত্মীয়-স্বজন ও আপনজনের সার্বিক খোঁজ-খবর রাখা ও তাদের সাথে উত্তম ব্যবহার করা। ইবনুল আছীর বলেন, وهي كناية عن الاحسان إلى الأقربين من ذوى النسب والأصهار، والعطف عليهم والرفق لهم والرعاية لأحوالهم وكذلك أن بعدوا وأساءوا– 'এটা হচ্ছে বংশীয় ও বৈবাহিক সম্পর্কীয় আত্মীয়দের প্রতি অনুগ্রহ-অনুকম্পা প্রদর্শন করা, তাদের প্রতি সদয় ও সহানুভূতিশীল হওয়া, তাদের অবস্থার প্রতি খেয়াল রাখা, যদিও তারা দূরে চলে যায় এবং খারাপ আচরণ করে'।[৬]

আত্মীয়র প্রকার

আত্মীয় প্রধানত দু'প্রকার। যথা- (১) রক্ত সম্পর্কীয় বা বংশীয়। যেমন পিতা-মাতা, দাদা-দাদী, ভাই-বোন, চাচা-ফুফু, মামা-খালা ইত্যাদি। (২) বিবাহ সম্পর্কীয়। যেমন শ্বশুর-শ্বাশুড়ি, শ্যালক-শ্যালিকা ইত্যাদি। যেমন রাসূল (ছাঃ) বলেন,

إِنَّكُمْ سَتَفْتَحُوْنَ مِصْرَ وَهِىَ أَرْضٌ يُسَمَّى فِيْهَا الْقِيْرَاطُ فَإِذَا فَتَحْتُمُوْهَا فَأَحْسِنُوْا إِلَى أَهْلِهَا فَإِنَّ لَهُمْ ذِمَّةً وَرَحِمًا. أَوْ قَالَ ذِمَّةً وَصِهْرًا–

'নিশ্চয়ই তোমরা অচিরেই মিসর জয় করবে। সেটা এমন একটি ভূমি যাকে 'ক্বীরাত্ব' বলা হয়। অর্থাৎ যেখানে দীনার-দিরহামের প্রাচুর্য রয়েছে। যখন তোমরা সেটা জয় করবে, তখন সেখানকার অধিবাসীদের সাথে উত্তম ব্যবহার করবে। কেননা তাদের জ্ঞাতি সম্পর্ক রয়েছে। অথবা তিনি বলেছেন, বংশীয় ও বৈবাহিক সম্পর্ক রয়েছে'।[৭] অর্থাৎ ইসমাঈল (আঃ)-এর মাতা হাজেরার দিক দিয়ে বংশীয় বা রক্ত সম্পর্ক এবং রাসূলপত্নী মারিয়া কিবতিয়ার দিক দিয়ে বৈবাহিক সম্পর্ক।

পরিত্যক্ত সম্পদের অধিকারী হওয়ার দিক দিয়ে আত্মীয় দু'প্রকার। (১) উত্তরাধিকারী; যেমন- পিতা-মাতা, ভাই-বোন, স্ত্রী, পুত্র-কন্যা প্রভৃতি (২) উত্তরাধিকারী নয়; যেমন- চাচা-চাচী, মামা-খালা ইত্যাদি।

---

৬. মুহাম্মাদ ইবনু ইবরাহীম আল-হাম্‌দ, কাতীয়াতুর রাহিমে, পৃঃ ৭।
৭. মুসলিম হা/২৫৪৩; মিশকাত হা/৫৯১৬।

আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষার হুকুম

আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার হুকুম অবস্থার প্রেক্ষিতে এবং আত্মীয়দের ভিন্নতার কারণে ফরয, সুন্নাত ও বৈধ বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে । তবে সাধারণভাবে সবার সঙ্গে আত্মীয়তার বন্ধন অক্ষুণ্ন রাখা ওয়াজিব এবং সম্পর্ক ছিন্ন করা সকলের ঐক্যমতে হারাম। তবে কারো কারো নিকটে কবীরা গোনাহ।

(১) ফরয : পিতা-মাতার সাথে সম্পর্ক বজায় রাখা ফরয। আল্লাহ বলেন, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْناً 'আমরা মানুষকে নির্দেশ দিয়েছি তার পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করতে' *(আনকাবূত ২৯/৮)*। মহান আল্লাহ আরো বলেন,

وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيْماً، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِيْ صَغِيْراً-

'আর তোমার প্রতিপালক আদেশ করেছেন যে, তোমরা তাঁকে ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করো না এবং তোমরা পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণ করো। তাদের মধ্যে কেউ অথবা উভয়ে যদি তোমার নিকট বার্ধক্যে উপনীত হন, তাহ'লে তুমি তাদের প্রতি উহ শব্দটিও করো না এবং তাদেরকে ধমক দিয়ো না। আর তাদের সাথে নরমভাবে কথা বল। আর তাদের প্রতি মমতাবশে নম্রতার পক্ষপুট অবনমিত কর এবং বল, হে আমার প্রতিপালক! তুমি তাদের প্রতি দয়া কর যেমন তারা আমাকে ছোটকালে দয়াবশে প্রতিপালন করেছিলেন' *(ইসরা ১৭/২৩-২৪)*।

পিতা-মাতার সাথে সম্পর্ক রক্ষার ব্যাপারে হাদীছে অনেক নির্দেশ এসেছে এবং তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করাকে বড় গোনাহ বলা হয়েছে। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তিনবার বললেন,

أَلاَ أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ ثَلاَثًا قَالُوْا بَلَى يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ الإِشْرَاكُ بِاللهِ، وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ، وَجَلَسَ وَكَانَ مُتَّكِئًا فَقَالَ أَلاَ وَقَوْلُ الزُّوْرِ.

‘আমি কি তোমাদেরকে সবচেয়ে বড় কবীরা গুনাহগুলো সম্পর্কে অবহিত করব না? সকলে বললেন, হ্যাঁ, বলুন হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করা এবং পিতা-মাতার অবাধ্যতা। অতঃপর তিনি হেলান দেওয়া থেকে সোজা হয়ে বসলেন। এরপর বললেন, সাবধান, মিথ্যা কথা বলা’।[৮]

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) বলেন, এক বেদুঈন নবী করীম (ছাঃ)-এর কাছে এসে বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! কবীরা গুনাহ সমূহ কি? তিনি বললেন,

اَلْإِشْرَاكُ بِاللهِ. قَالَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ ثُمَّ عُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ. قَالَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ الْيَمِيْنُ الْغَمُوْسُ. قُلْتُ وَمَا الْيَمِيْنُ الْغَمُوْسُ؟ قَالَ الَّذِىْ يَقْتَطِعُ مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ هُوَ فِيْهَا كَاذِبٌ.

‘আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করা’। সে বলল, তারপর কোন্‌টি? তিনি বললেন, ‘পিতামাতার অবাধ্যতা’। সে বলল, তারপর কোন্‌টি? তিনি বললেন, ‘মিথ্যা শপথ করা’। আমি জিজ্ঞেস করলাম, মিথ্যা শপথ কি? তিনি বললেন, ‘যে ব্যক্তি মিথ্যা বলে (শপথের সাহায্যে) কোন মুসলিম ব্যক্তির ধন-সম্পদ হরণ করে নেয়’।[৯]

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, আমি নবী করীম (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللهِ قَالَ الصَّلاَةُ عَلَى وَقْتِهَا. قَالَ ثُمَّ أَيُّ قَالَ ثُمَّ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ. قَالَ ثُمَّ أَيُّ قَالَ الْجِهَادُ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ. ‘কোন আমল আল্লাহ্‌র নিকটে অধিক প্রিয়। তিনি বললেন, নির্দিষ্ট সময়ে ছালাত আদায় করা। ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বললেন, অতঃপর কোন্‌টি? তিনি বললেন, তারপর ‘পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার করা’। তিনি বললেন, অতঃপর কোন্‌টি? রাসূল (ছাঃ) বললেন, ‘আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদ করা’।[১০]

অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বললেন,

---

৮. বুখারী হা/২৬৫৪; মুসলিম হা/৮৭ তিরমিযী হা/১৯০১।
৯. বুখারী হা/৬৯২০; আবু দাউদ হা/২৮৭৫।
১০. বুখারী হা/৫২৭; মুসলিম হা/৮৫।

رَغِمَ أَنْفُ ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُ ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُ. قِيلَ مَنْ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ مَنْ أَدْرَكَ أَبَوَيْهِ عِنْدَ الْكِبَرِ أَحَدَهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا فَلَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ.

'তার নাক ধুলায় ধূসরিত হোক। তার নাক ধুলায় ধূসরিত হোক। তার নাক ধুলায় ধূসরিত হোক'। বলা হ'ল, কার হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)? তিনি বললেন, 'যে ব্যক্তি তার পিতামাতার একজনকে অথবা উভয়কে বার্ধক্যে পেল, কিন্তু (তাদের সেবা করে) জান্নাতে প্রবেশ করতে পারল না'।[১১]

(২) সুন্নাত : অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করা সুন্নাত। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জনৈক ব্যক্তিকে জান্নাতে প্রবেশকারী আমল সম্পর্কে অবহিত করতে গিয়ে বলেন, وَتَصِلُ الرَّحِمَ 'তুমি আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করবে'।[১২]

(৩) মানদূব বা বৈধ : কাফির-মুশরিক পিতা-মাতার সাথে সন্তানের সুসম্পর্ক বজায় রাখা বৈধ। যেমন আল্লাহ বলেন, وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوْفًا 'তবে পৃথিবীতে তাদের সাথে সদ্ভাবে বসবাস করবে' *(লোক্বমান ৩১/১৫)*।

আসমা বিনতে আবূ বকর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন,

قَدِمَتْ عَلَيَّ أُمِّيْ وَهِيَ مُشْرِكَةٌ، فِيْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَاسْتَفْتَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قُلْتُ إِنَّ أُمِّيْ قَدِمَتْ وَهِيَ رَاغِبَةٌ، أَفَأَصِلُ أُمِّيْ، قَالَ نَعَمْ صِلِي أُمَّكِ.

'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগে আমার মা মুশরিক অবস্থায় আমার নিকটে আসলেন। আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট ফৎওয়া জিজ্ঞেস করলাম, আমার মা আমার নিকটে এসেছেন, তিনি আমার প্রতি (ভাল ব্যবহার পেতে) খুবই আগ্রহী, এমতাবস্থায় আমি কি তার সঙ্গে সদাচরণ করব? তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, তুমি তোমার মায়ের সাথে সদাচরণ কর'।[১৩]

আত্মীয়দের মাঝে মর্যাদা বা স্তরের ভিন্নতা

---

১১. মুসলিম হা/২৫৫১।
১২. বুখারী হা/১৩৯৬; আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৪৯।
১৩. বুখারী হা/২৬২০; মুসলিম হা/১০০৩।

আত্মীয় নিকটত্ব ও দূরত্বের ভিত্তিতে এবং বংশ ও স্থানের দূরত্বের দৃষ্টিকোণে ভিন্নতর হয়ে থাকে। সুতরাং বংশীয় দিক দিয়ে নিকটাত্মীয় হচ্ছেন পিতা-মাতা। তবে এর মধ্যে মায়ের স্তর ঊর্ধ্বে। যেমন আল্লাহ বলেন, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْناً عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيْرُ– 'আমরা তো মানুষকে তার পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণের নির্দেশ দিয়েছি। জননী সন্তানকে কষ্টের পর কষ্ট বরণ করে গর্ভে ধারণ করে এবং তার দুধ ছাড়ানো হয় দুই বৎসরে। সুতরাং আমার প্রতি ও তোমার পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। প্রত্যাবর্তন তো আমারই নিকট' *(লোক্বমান ৩১/১৪)*। হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضى الله عنه قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ مَنْ أَحَقُّ بِحُسْنِ صَحَابَتِي قَالَ أُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ أُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ أُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ أَبُوْكَ.

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক লোক রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে এসে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমার নিকটে উত্তম ব্যবহার পাওয়ার অধিক হকদার কে? তিনি বললেন, 'তোমার মা'। লোকটি বলল, তারপর কে? তিনি বললেন, 'তোমার মা'। লোকটি আবার বলল, তারপর কে? তিনি বললেন, তোমার মা। সে বলল, অতঃপর কে? তিনি বললেন, 'অতঃপর তোমার পিতা'।[১৪]

অন্যত্র তিনি বলেন, إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوْقَ الْأُمَّهَاتِ، وَوَأْدَ الْبَنَاتِ، وَمَنَعَ وَهَاتِ، وَكَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ. 'আল্লাহ তা'আলা তোমাদের উপর হারাম করেছেন মায়ের অবাধ্যতা বা নাফরমানী, কন্যা সন্তানকে জীবন্ত পুঁতে ফেলা, কারো প্রাপ্য না দেয়া এবং অন্যায়ভাবে কিছু নেয়া। আর অপসন্দ করেছেন অনর্থক বাক্য ব্যয়, অধিক প্রশ্ন করা এবং মাল বিনষ্ট করা'।[১৫]

---

১৪. বুখারী হা/৫৯৭১; মুসলিম হা/২৫৪৮।
১৫. বুখারী হা/২৪০৮; মুসলিম হা/২৫৯৩।

নিকটাত্মীয়ের মধ্যে ভাই-বোনও অন্তর্ভুক্ত। তবে ভাই-বোন বৈমাত্রেয় ও বৈপিত্রেয় হয়ে থাকে। আবার সম্পর্কের কারণে তারা দূরবর্তীও হয়। যেমন চাচাত, মামাত, খালাত, ফুফাত ভাই।

আবার স্থানের দূরত্বের কারণেও স্তরের ভিন্নতা হয়। যেমন নিজ মহল্লা ও নিজ শহরে বসবাসকারী আত্মীয় নিকটের। পক্ষান্তরে ভিন্ন মহল্লায় ও ভিন্ন শহরে বসবাসকারী আত্মীয় দূরের অন্তর্ভুক্ত। তবে রক্ত বা বংশ সম্পর্কিত আত্মীয়দের সাথে অন্যদের অপেক্ষা সম্পর্ক বজায় রাখা যরূরী। এখানে সময়ের কোন নির্ধারিত সীমা নেই। আজীবন এ সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখতে হবে।

প্রকৃত জ্ঞাতি সম্পর্ক

কোন ব্যক্তি যখন তার কোন আত্মীয়ের সাক্ষাৎ করার কারণে ঐ আত্মীয়ের সাথে সাক্ষাৎ করে, এটাকে আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা বলে না। বরং এটা হচ্ছে প্রতিদান স্বরূপ। অনুরূপভাবে যদি কোন কাজে সহযোগিতা ও প্রয়োজন পূর্ণ করা হয় আত্মীয়ের অনুরূপ কাজের বিনিময়ে তাহ’লে এটাকেও আত্মীয়তা রক্ষা করা বলা হবে না। এটাও হচ্ছে প্রতিদান বা বিনিময়। বরং প্রকৃত আত্মীয়তা রক্ষা হচ্ছে সম্পর্ক ছিন্ন করা হ’লেও যে তা বজায় রাখে। আত্মীয় দুর্ব্যবহার করলেও যে তাদের সাথে সাক্ষাৎ করে, খোঁজ-খবর নেয়, তারা তার সাথে অসদাচরণ করলেও সে উত্তম আচরণ করে। যেমন রাসূল (ছাঃ) বলেন, لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِئِ، وَلَكِنِ الْوَاصِلُ الَّذِىْ إِذَا قَطَعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا. ‘প্রতিদানকারী আত্মীয়তার হক সংরক্ষণকারী নয়। বরং আত্মীয়তার হক সংরক্ষণকারী হচ্ছে ঐ ব্যক্তি, যে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন হবার পরও তা বজায় রাখে।[১৬] অন্য হাদীছে এসেছে, আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেন, একদা এক ব্যক্তি নবী করীম (ছাঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে আরয করল,

يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ لِىْ قَرَابَةً أَصِلُهُمْ وَيَقْطَعُوْنِىْ وَأُحْسِنُ إِلَيْهِمْ وَيُسِيْئُوْنَ إِلَىَّ وَأَحْلُمُ عَنْهُمْ وَيَجْهَلُوْنَ عَلَىَّ. فَقَالَ لَئِنْ كُنْتَ كَمَا قُلْتَ فَكَأَنَّمَا تُسِفُّهُمُ الْمَلَّ وَلاَ يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللهِ ظَهِيْرٌ عَلَيْهِمْ مَا دُمْتَ عَلَى ذَلِكَ.

---

১৬. বুখারী হা/৫৯৯১; তিরমিযী হা/২০২৩।

'হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! আমার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজন রয়েছে, আমি তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করি, কিন্তু তারা আমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে। আমি তাদের প্রতি অনুগ্রহ করি কিন্তু তারা আমার সাথে অসদাচরণ করে। তারা আমার সাথে গোয়ার্তুমি করে। আমি সহ্য করে যাই। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, 'যদি তোমার বক্তব্য ঠিক হয়, তবে তো তুমি যেন তাদের মুখে উত্তপ্ত ছাই পুরে দিচ্ছ। তোমার কারণে তাদের দুর্ভোগ আছে। যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি এরূপ করতে থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্‌র পক্ষ হ'তে একজন সাহায্যকারী তাদের মুকাবিলায় তোমার সাথে থাকবেন'।[১৭]

আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষার পদ্ধতি ও উপায়

আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার জন্য কতিপয় কাজ করা যরূরী। সেগুলো হচ্ছে-

* তাদের সাথে সাক্ষাৎ করা, তাদের অবস্থা সম্পর্কে লক্ষ্য রাখা এবং তাদের খোঁজ-খবর নেওয়া। তাদেরকে উপহার-উপঢৌকন প্রদান করা, তাদের যথাযথ সম্মান করা ও মর্যাদা দেওয়া। তাদের মধ্যে যারা দরিদ্র তাদেরকে দান করা।

* আত্মীয়-স্বজন বাড়ীতে আসলে তাদেরকে সানন্দে গ্রহণ করা ও যথাসাধ্য আপ্যায়ন করা এবং মাঝে-মধ্যে তাদেরকে বাড়ীতে আমন্ত্রণ করা। তাদের কোন অভিযোগ থাকলে তা শোনা ও দূর করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা। সর্বোপরি তাদের মর্যাদাকে সবার উপরে স্থান দেওয়া।

* তাদের সুসংবাদে শরীক হওয়া এবং দুঃসংবাদে সহমর্মী ও সমব্যথী হওয়া। তাদের নিরাপত্তা ও সংশোধনের জন্য দো'আ করা। বিবদমান বিষয় দ্রুত মীমাংসা করা এবং সম্পর্কোন্নয়ন ও মযবূত করণের জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা অব্যাহত রাখা।

* আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে কেউ অসুস্থ হ'লে তাকে দেখতে যাওয়া এবং সাধ্যমত তার সেবা-শুশ্রূষা করা। আর কোন আত্মীয় দাওয়াত দিলে তার দাওয়াত কবুল করা।

* আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে, তাদের হেদায়াতের চেষ্টা করা, সঠিক পথের দিকে তাদেরকে দাওয়াত দেওয়া।

---

১৭. মুসলিম হা/২৫৫৮; মিশকাত হা/৪৯২৪; আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৫২।

সেই সাথে তাদেরকে সৎ কাজের আদেশ দেওয়া ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করা, বাধা দেওয়া। আত্মীয়-স্বজন সৎ কর্মশীল হ'লে এবং সঠিক পথে থাকলে এ সম্পর্ক অব্যাহত থাকা। পক্ষান্তরে আত্মীয়-স্বজন কাফের বা পাপাচারী হ'লে তাদেরকে উপদেশ দেওয়া এবং তাদের হেদায়াতের জন্য চেষ্টা অব্যাহত রাখা।

* যদি কোন আত্মীয়ের মধ্যে অহংকার, আত্মগৌরব, শত্রুতা ও বিরোধীভাব পরিলক্ষিত হয় অথবা কেউ যদি এই আশংকা করে যে, তার কোন আত্মীয় তাকে প্রত্যাখ্যান করবে ও তার সাথে বাড়াবাড়ি করবে, তাহ'লে তার সাথে নম্রতা অবলম্বন করা অথবা তাদের থেকে এমনভাবে দূরত্ব বজায় রাখা যে, সেটা যেন তাদের কোন কষ্টের কারণ না হয়। আর তাদের জন্য অধিক দো'আ করা, যাতে আল্লাহ তাদের হেদায়াত করেন। আত্মীয়দের কেউ মৃত্যুবরণ করলে তার জানাযায় শরীক হওয়া।

সর্বোপরি আত্মীয়-স্বজনের সাথে নম্র ব্যবহার এবং তাদের সাথে সদ্ভাব-সম্প্রীতি স্থাপন ও পরস্পর ভালবাসার সৃষ্টির মাধ্যমে এ সম্পর্ক অটুট রাখা যায়।

আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষার গুরুত্ব

সমাজের মানুষ পরস্পর আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ থাকে। একে অপরের প্রয়োজনে এগিয়ে আসে। তাই আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা অতি যরূরী। আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষার গুরুত্বের আরো কতিপয় দিক নিম্নে উল্লেখ করা হ'ল।-

১. মহান আল্লাহর নির্দেশ :

আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষার ব্যাপারে আল্লাহ তা'আল নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন,

وَاعْبُدُوا اللهَ وَلَا تُشْرِكُوْا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِيْنِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالاً فَخُوْرًا-

‘তোমরা আল্লাহর ইবাদত করবে ও কোন কিছুকে তাঁর সাথে শরীক করবে না। পিতামাতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, অভাবগ্রস্ত, নিকট প্রতিবেশী, দূর-প্রতিবেশী, সঙ্গী-সাথী, মুসাফির ও তোমাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসীদের প্রতি সদ্ব্যবহার করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ পসন্দ করেন না দাম্ভিক, অহংকারীকে’ *(নিসা ৪/৩৬)*। তিনি আরো বলেন, وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ ‘আত্মীয়কে তার অধিকার প্রদান কর’ *(বনী ইসরাঈল ১৭/২৬; রূম ৩১/৩৮)*।

অন্যত্র তিনি বলেন, وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِيْ تَسَاءَلُوْنَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا– ‘আর আল্লাহকে ভয় কর, যাঁর নামে তোমরা একে অপরের নিকট যাচঞা কর এবং তোমরা সতর্ক থাক জ্ঞাতি-বন্ধন সম্পর্কে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন’ *(নিসা ৪/১)*। মহান আল্লাহ আরো বলেন, وَالَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ مَا أَمَرَ اللهُ بِهِ أَنْ يُوْصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُوْنَ سُوْءَ الْحِسَابِ، ‘আর আল্লাহ যে সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখতে আদেশ করেছেন যারা তা অক্ষুণ্ন রাখে, ভয় করে তাদের প্রতিপালককে এবং ভয় করে কঠোর হিসাবকে’ *(রা‘দ ১৩/২১)*।

মহান আল্লাহ আরো বলেন, وَإِذْ أَخَذْنَا مِيْثَاقَ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ لاَ تَعْبُدُوْنَ إِلاَّ اللهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَذِيْ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِيْنِ– ‘স্মরণ কর, যখন আমরা বানী ইসরাঈলের অঙ্গীকার নিয়েছিলাম যে, তোমরা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত করবে না, পিতামাত, আত্মীয়-স্বজন, পিতৃহীন ও দরিদ্রদের প্রতি সদয় ব্যবহার করবে’ *(বাক্বারাহ ২/৮৩)*।

তিনি আরো বলেন, فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوْا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوْا أَرْحَامَكُمْ ‘তবে কি (হে মুনাফিক সমাজ!) তোমরা আধিপত্য লাভ করলে পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং আত্মীয়তার বন্ধন সমূহ ছিন্ন করবে?’ *(মুহাম্মাদ ৪৭/২২)*। অন্যত্র তিনি বলেন, إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، ‘আল্লাহ ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ ও আত্মীয়-স্বজনকে দানের নির্দেশ দেন’ *(নাহল ১৬/৯০)*।

২. আত্মীয়তার সম্পর্ক এমন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যার দিকে রাসূল (ছাঃ) নবুওয়াতের প্রথম দিকে মানুষকে আহ্বান করেছেন :

আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষার ব্যাপারে রাসূল (ছাঃ) নবুওয়াতের প্রাথমিক দিক থেকে তাকীদ করেছেন। আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেন,

لَمَّا أُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ (وَأَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الأَقْرَبِيْنَ) دَعَا رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قُرَيْشًا فَاجْتَمَعُوْا فَعَمَّ وَخَصَّ فَقَالَ يَا بَنِى كَعْبِ بْنِ لُؤَىٍّ أَنْقِذُوْا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ يَا بَنِى مُرَّةَ بْنِ كَعْبٍ أَنْقِذُوْا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ يَا بَنِى عَبْدِ شَمْسٍ أَنْقِذُوْا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ يَا بَنِىْ عَبْدِ مَنَافٍ أَنْقِذُوْا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ يَا بَنِى هَاشِمٍ أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ يَا بَنِى عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَنْقِذُوْا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ يَا فَاطِمَةُ أَنْقِذِىْ نَفْسَكِ مِنَ النَّارِ فَإِنِّىْ لاَ أَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللهِ شَيْئًا غَيْرَ أَنَّ لَكُمْ رَحِمًا سَأَبُلُّهَا بِبَلاَلِهَا–

অর্থাৎ যখন আয়াত নাযিল হ'ল, وَأَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الأَقْرَبِيْنَ 'তোমার নিকটাত্মীয়দেরকে সতর্ক কর' *(শু'আরা ২৬/২১৪)* তখন নবী করীম (ছাঃ) (ডেকে) বললেন, হে বনী কা'ব ইবনু লুআই! তোমরা নিজেদেরকে জাহান্নামের আগুন হ'তে রক্ষা কর! হে বানী মুররা বিন কা'ব! তোমরা নিজেদেরকে জাহান্নামের আগুন হ'তে বাঁচাও। হে বানী আবদে শামস! তোমরা নিজেদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও। হে আবদে মানাফ গোত্রীয় লোকজন! নিজেদেরকে জাহান্নামের আগুন হ'তে রক্ষা কর! হে হাশেম বংশীয়রা! নিজেদেরকে আগুন হ'তে রক্ষা কর! হে আব্দুল মুত্তালিবের বংশের লোকজন! নিজেদেরকে আগুন হ'তে রক্ষা কর! হে মুহাম্মাদ তনয়া ফাতেমা! নিজেকে আগুন হ'তে রক্ষা কর! নতুবা আমি তোমাকে আল্লাহ্র কোপানল হ'তে রক্ষা করতে পারব না, আমার করার কিছুই থাকবে না; কেবল তোমরা যে আমার রক্তের বন্ধনে বাঁধা, এই যা আমি আমার রক্তের হক আদায় করি'।[১৮]

---

১৮. মুসলিম হা/২০৪; আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৪৮।

রোমের বাদশাহ হিরাকল আবু সুফিয়ানকে যে প্রশ্ন করেছিল, সে সম্পর্কিত হাদীছে আছে,

قَالَ مَاذَا يَأْمُرُكُمْ قُلْتُ يَقُوْلُ اعْبُدُوْا اللهَ وَحْدَهُ، وَلاَ تُشْرِكُوْا بِهِ شَيْئًا، وَاتْرُكُوْا مَا يَقُوْلُ آبَاؤُكُمْ، وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلاَةِ وَالصِّدْقِ وَالْعَفَافِ وَالصِّلَةِ.

'হিরাকল বলল, তিনি তোমাদের কি আদেশ করেন? আবু সুফিয়ান বলেন, তখন আমি বললাম, তিনি বলেন, 'তোমরা এক আল্লাহ্‌র ইবাদত কর, তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক কর না। তোমাদের পিতৃপুরুষ যা বলত (যে সবের ইবাদত করত), তা ছেড়ে দাও। তিনি আমাদের আদেশ করেন ছালাত আদায় করতে, ছাদাক্বাহ দিতে, পূতপবিত্র থাকতে এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করতে'।[১৯]

৩. জান্নাতে প্রবেশের মাধ্যম :

আবূ আইয়ূব (রাঃ) থেকে বর্ণিত, জনৈক ছাহাবী নবী করীম (ছাঃ)-কে বললেন,

أَخْبِرْنِىْ بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِى الْجَنَّةَ. قَالَ مَا لَهُ مَا لَهُ وَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَرَبٌ مَالَهُ، تَعْبُدُ اللهَ، وَلاَ تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيمُ الصَّلاَةَ، وَتُؤْتِى الزَّكَاةَ، وَتَصِلُ الرَّحِمَ.

'আমাকে এমন একটি আমলের কথা বলুন যা আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, 'তার কী হয়েছে! তার কী হয়েছে! এবং বললেন, তার দরকার রয়েছে তো। তুমি আল্লাহ্‌র 'ইবাদত করবে, তাঁর সঙ্গে অপর কোন কিছুকে শরীক করবে না। ছালাত আদায় করবে, যাকাত প্রদান করবে এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক অটুট রাখবে'।[২০]

আবূ আইঊব আনছারী (রাঃ) বলেন, জনৈক বেদুঈন নবী করীম (ছাঃ)-এর এক ভ্রমণকালে তাঁর খেদমতে উপস্থিত হয়ে আরয করল, أَخْبِرْنِيْ مَا يُقَرِّبُنِيْ مِنَ الْجَنَّةِ، وَيُبَاعِدُنِيْ مِنَ النَّارِ؟ قَالَ تَعْبُدُ اللهَ وَلا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيْمُ

১৯. *বুখারী হা/৭, ২৯৪১।*
২০. *বুখারী হা/১৩৯৬।*

Contents

–الصَّلاَةَ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَتَصِلُ الرَّحِمَ ‘(হে আল্লাহ্‌র রাসূল!) আমাকে এমন বিষয় সম্পর্কে অবহিত করুন, যা আমাকে জান্নাতের নিকটবর্তী এবং জাহান্নাম হ'তে দূরবর্তী করবে। তিনি বললেন, তুমি আল্লাহ্‌র ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে অন্য কাউকে শরীক করবে না। ছালাত কায়েম করবে, যাকাত প্রদান করবে এবং আত্মীয়-স্বজনের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখবে’।[২১]

৪. আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষাকারীকে আল্লাহ লাঞ্ছিত করবেন না : ব্যক্তি তার ঈমানী শক্তি ও আল্লাহভীতি অনুযায়ী আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করে। যেমন খাদীজা (রাঃ) সর্বপ্রথম অহী নাযিলের পর নবী করীম (ছাঃ)-কে উদ্দেশ্য করে বলেন,

كَلاَّ وَاللهِ مَا يُخْزِيكَ اللهُ أَبَدًا، إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، وَتَقْرِى الضَّيْفَ، وَتُعِيْنُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ–

‘আল্লাহ্‌র কসম, কক্ষনো না। আল্লাহ আপনাকে কক্ষনো অপমানিত করবেন না। আপনিতো আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদ্ব্যবহার করেন, অসহায় দুর্বলের দায়িত্ব বহন করেন, নিঃস্বকে সাহায্য করেন, মেহমানের মেহমানদারী করেন এবং দুর্দশাগ্রস্তকে সাহায্য করেন’।[২২]

৫. আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা শাস্তি থেকে পরিত্রাণ লাভের উপায় : আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী জাহান্নামে যাবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করবে ঐ ব্যক্তি জাহান্নামে যাওয়া ও শাস্তি থেকে মুক্তি পাবে। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لَيْسَ شَيْءٌ أُطِيْعُ اللهَ فِيهِ أَعْجَلَ ثَوَابًا مِنْ صِلَةِ الرَّحِمِ، وَلَيْسَ شَيْءٌ أَعْجَلَ عِقَابًا مِنَ الْبَغْيِ وَقَطِيْعَةِ الرَّحِمِ– ‘আল্লাহ্‌র আনুগত্য সম্পন্ন এমন কোন কাজ নেই, যার মাধ্যমে দ্রুত ছওয়াব লাভ করা যায় আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা ব্যতীত। আর বিদ্রোহ করা ও আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা ব্যতীত কোন কাজে দ্রুত শাস্তি আপতিত হয় না’।[২৩]

---

২১. *আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৪৯; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৩৫০৮।*
২২. *বুখারী হা/৩, ‘অহি-র সূচনা পর্ব’।*
২৩. *বায়হাক্বী, সুনানুল কুবরা ১০/৬২; ছহীহুল জামে‘ হা/৫৩৯১; ছহীহাহ হা/৯৭৮।*

উপরোক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা এবং ঐ সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ ও অটুট রাখতে সর্বাত্মক চেষ্টা করা সবার জন্য আবশ্যক। যে ব্যাপারে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ) আমাদেরকে বিশেষভাবে নির্দেশ দিয়েছেন। এ সম্পর্ক বজায় রাখলে ইহকালীন ও পরকালীন বহু ফায়দা রয়েছে। আবার এ সম্পর্ক ছিন্ন করলে পরকালে কঠিন শাস্তি রয়েছে। তাই আত্মীয়তার সম্পর্ক সংরক্ষণে আমাদেরকে যথা সম্ভব সচেষ্ট হ'তে হবে।

আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষার ফযীলত

আত্মীয়তার সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ রাখার ফযীলত বহুবিধ। তন্মধ্যে কতিপয় দিক এখানে উল্লেখ করা হ'ল।-

১. আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমানের পরিচায়ক :

আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা ঈমানের পরিচায়ক। রাসূল (ছাঃ) বলেন, وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، 'যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে সে যেন আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখে'।[২৪]

২. আল্লাহ্র আনুগত্যের বহিঃপ্রকাশ :

আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা আল্লাহ্র আনুগত্যের বহিঃপ্রকাশ। মহান আল্লাহ বলেন, وَالَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ مَا أَمَرَ اللهُ بِهِ أَنْ يُوْصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُوْنَ سُوْءَ الْحِسَابِ– 'আর আল্লাহ যে সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ রাখতে আদেশ করেছেন যারা তা অক্ষুণ্ণ রাখে, ভয় করে তাদের প্রতিপালককে এবং ভয় করে কঠোর হিসাবকে' *(রা'দ ১৩/২১)*।

৩. আল্লাহ্র সাথে সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যম :

আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষার মাধ্যমে মহান আল্লাহ্র সাথে বান্দার সম্পর্ক স্থাপিত হয়। এ সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেন,

إِنَّ الرَّحِمَ شُجْنَةٌ مِنَ الرَّحْمَنِ تَقُوْلُ يَا رَبِّ إِنِّيْ قُطِعْتُ يَا رَبِّ إِنِّيْ ظُلِمْتُ يَا رَبِّ إِنِّيْ أُسِيءَ إِلَيَّ يَا رَبِّ يَا رَبِّ. فَيُجِيْبُهَا رَبُّهَا عَزَّ وَجَلَّ فَيَقُوْلُ أَمَا تَرْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ.

২৪. *বুখারী হা/৬১৩৮*।

‘রেহেম’ (রক্তের বাঁধন) ‘রহমানের’ অংশবিশেষ। সে বলবে, ‘হে প্রভু! আমি মাযলূম, আমি ছিন্নকৃত। হে প্রভু! আমার সাথে দুর্ব্যবহার করা হয়। হে প্রভু! হে প্রভু! তখন তার প্রতিপালক আল্লাহ তা‘আলা জবাব দিবেন, তুমি কি সন্তুষ্ট নও যে, যে ব্যক্তি তোমাকে ছিন্ন করবে, আমি তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করব এবং যে তোমাকে যুক্ত করবে, আমি তার সাথে সম্পর্ক জুড়ে রাখব’? [২৫]

৪. রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর অছিয়ত প্রতিপালন করা :

নবী করীম (ছাঃ) ছাহাবায়ে কেরামের মাধ্যমে স্বীয় উম্মতকে বিভিন্ন বিষয়ে অছিয়ত করেছেন। তন্মধ্যে আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা অন্যতম। সুতরাং আত্মীয়তার বন্ধন অক্ষুণ্ন রাখা হ’লে তাঁর উপদেশ প্রতিপালন করা হবে। এ মর্মে হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَوْصَانِيْ خَلِيْلِيْ صلى الله عليه وسلم بِخِصَالٍ مِنَ الْخَيْرِ أَوْصَانِيْ أَنْ لاَّ أَنْظُرَ إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقِيْ وَأَنْ أَنْظُرَ إِلَى مَنْ هُوَ دُوْنِيْ وَأَوْصَانِيْ بِحُبِّ الْمَسَاكِيْنِ وَالدُّنُوِّ مِنْهُمْ وَأَوْصَانِيْ أَنْ أَصِلَ رَحِمِيْ وَإِنْ أَدْبَرَتْ...-

‘আবু যর গিফারী (রাঃ) হ’তে বর্ণিত তিনি বলেন, আমার বন্ধু নবী করীম (ছাঃ) আমাকে কতিপয় উত্তম গুণের ব্যাপারে উপদেশ দেন। তিনি আমাকে উপদেশ দেন যে, আমি যেন আমার চেয়ে উঁচু স্তরের লোকের দিকে লক্ষ্য না করি; বরং আমার চেয়ে নিম্নস্তরের লোকের দিকে তাকাই। তিনি আরো উপদেশ দেন, দরিদ্রদের ভালবাসতে ও তাদের নিকটবর্তী হ’তে। তিনি উপদেশ দেন, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করতে, যদিও তারা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে...’।[২৬]

৫. আল্লাহ্‌র নিকটে অন্যতম প্রিয় আমল :

মানুষের কৃত অনেক আমল আল্লাহ্‌র নিকটে প্রিয় ও পসন্দনীয়। তন্মধ্যে আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা অন্যতম। এ মর্মে হাদীছে এসেছে,

---

২৫. *আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৬৫, সনদ ছহীহ।*
২৬. *ছহীহ আত-তারগীব হা/২৫২৫, সনদ ছহীহ।*

وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ خَثْعَمَ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ فِيْ نَفَرٍ مِّنْ أَصْحَابِهِ فَقُلْتُ أَنْتَ الَّذِيْ تَزْعُمُ أَنَّكَ رَسُوْلُ اللهِ قَالَ نَعَمْ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَحَبُّ إِلَى اللهِ قَالَ الإِيْمَانُ بِاللهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ ثُمَّ مَهْ قَالَ ثُمَّ صِلَةُ الرَّحِمِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ ثُمَّ مَهْ قَالَ ثُمَّ الأَمْرُ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّهِيْ عَنِ الْمُنْكَرِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَيُّ الأَعْمَالِ أَبْغَضُ إِلَى اللهَ قَالَ الإِشْرَاكُ بِاللهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ ثُمَّ مَهْ قَالَ ثُمَّ قَطَيْعَةُ الرَّحِمِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ ثُمَّ مَهْ قَالَ ثُمَّ الأَمْرُ الْمَنُكَرِ وَالنَّهِيُ عَنِ الْمَعْرُوْفِ-

‘খাছ‘আম গোত্রের জনৈক লোক হ’তে বর্ণিত সে বলল, আমি নবী করীম (ছাঃ)-এর দরবারে আসলাম। তিনি তখন ছাহাবীদের একটি ক্ষুদ্র দলের সাথে ছিলেন। আমি বললাম, আপনিতো সেই ব্যক্তি যিনি ধারণা করেন যে, আপনি আল্লাহ্র রাসূল? তিনি বললেন, হ্যাঁ। রাবী বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! কোন আমল আল্লাহ্র নিকটে পসন্দনীয়? তিনি বললেন, আল্লাহ্র উপরে ঈমান আনা। আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! এরপর কি? তিনি বললেন, আত্মীয়তার বন্ধন অক্ষুণ্ণ রাখা। আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! এরপর কি? তিনি বললেন, সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করা। আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! কোন আমল আল্লাহ্র নিকটে অপসন্দনীয়? তিনি বললেন, আল্লাহ্র সাথে শরীক স্থাপন করা। আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! এরপর কি? তিনি বললেন, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা। আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! এরপর কি? তিনি বললেন, গর্হিত কাজের নির্দেশ দেওয়া এবং সৎকাজে নিষেধ করা’।[২৭]

৬. বয়স ও রিযিক বৃদ্ধির উপায় :

আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করলে মানুষের বয়স ও জীবিকা বৃদ্ধি পায়। এ সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِيْ رِزْقِهِ، وَأَنْ يُنْسَأَ لَهُ فِيْ أَثَرِهِ، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ ‘যে চায় যে, তার জীবিকা প্রশস্ত হোক এবং আয়ু বৃদ্ধি

২৭. *ছহীহ আত-তারগীব হা/২৫২২, সনদ ছহীহ।*

পাক, সে যেন আত্মীয়-স্বজনের সাথে উত্তম আচরণ করে'।[২৮] অন্যত্র তিনি বলেন, مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِيْ رِزْقِهِ، وَيُنْسَأَ لَهُ فِيْ أَثَرِهِ، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ 'যে তার জীবিকার প্রশস্ততা এবং আয়ু বৃদ্ধি পসন্দ করে, সে যেন আত্মীয়-স্বজনের সাথে উত্তম আচরণ করে'।[২৯] এখানে বয়স বৃদ্ধির অর্থ হচ্ছে হায়াতে বরকত লাভ করা। সেই সাথে সুস্বাস্থ্য ও সুস্থ দেহ, শক্তিমত্তা এবং অধিক কাজ করার ক্ষমতা লাভ করা।[৩০] কেউ কেউ বলেন, বয়স ও রিযিক বৃদ্ধির তাৎপর্য হচ্ছে যে, আল্লাহ প্রকৃতই বান্দার বয়স ও জীবিকা বাড়িয়ে দেন। এখানে এ প্রশ্ন উত্থাপনের সুযোগ নেই যে, বয়স ও রিযিক নির্ধারিত; সুতরাং তা কিভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হবে? কেননা হায়াত ও রিযক দু'ধরনের। যথা- ১. সাধারণ, যা কেবল আল্লাহ জানেন। এটা অপরিবর্তিত। ২. লিপিবদ্ধ, যা তিনি ফেরেশতাদের মাধ্যমে লিখিয়েছেন ও তাদের অবহিত করেছেন; বিভিন্ন কারণ ও ঘটনার প্রেক্ষিতে এটা হ্রাস-বৃদ্ধি হয়।[৩১]

৭. আত্মীয়দের মাঝে পারস্পরিক মুহাব্বত বৃদ্ধির মাধ্যম :

আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করলে আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে ভালবাসার বন্ধন সুদৃঢ় হয়। আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, مَنِ اتَّقَى رَبَّهُ وَوَصَلَ رَحِمَهُ نُسِيءَ فِيْ أَجَلِهِ وَثَرِيَ مَالُهُ وَأَحَبَّهُ أَهْلُهُ- 'যে ব্যক্তি তার প্রতিপালককে ভয় করে এবং তার আত্মীয়তার বন্ধন অটুট রাখে, তার মৃত্যু পিছিয়ে দেওয়া হয়, তার সম্পদ বৃদ্ধি করা হয় এবং তার পরিবার-পরিজন তাকে ভালবাসে'।[৩২]

অন্য শব্দে এসেছে এভাবে, مَنِ اتَّقَى رَبَّهُ، وَوَصَلَ رَحِمَهُ، أُنْسِيءَ لَهُ فِيْ عُمُرِهِ وَثُرِيَ مَالُهُ، وَأَحِبَّهُ أَهْلُهُ. 'যে ব্যক্তি তার প্রতিপালককে ভয় করে, আত্মীয়তার বন্ধন অক্ষুণ্ন রাখে, তার আয়ু বর্ধিত করা হয়, তার ধন-সম্পদ বৃদ্ধি করা হয় এবং তার পরিবার-পরিজন তাকে ভালবাসে'।[৩৩]

---

২৮. বুখারী হা/২০৬৭, ৫৯৮৫; মুসলিম হা/২৫৫৭।
২৯. বুখারী হা/৫৯৮৬; মুসলিম হা/২৫৫৭।
৩০. কাতী'আতুর রাহিমু, ১/৯ পৃঃ।
৩১. ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমু' ফাতাওয়া, ৮/৫১৭, ৫৪০।
৩২. আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৫৮, সনদ হাসান।
৩৩. আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৫৯, সনদ হাসান।

তিনি আরো বলেন, تَعَلَّمُوْا مِنْ أَنْسَابِكُمْ مَا تَصِلُوْنَ بِهِ أَرْحَامَكُمْ فَإِنَّ صِلَةَ الرَّحِمِ مَحَبَّةٌ فِى الأَهْلِ مَثْرَاةٌ فِى الْمَالِ مَنْسَأَةٌ فِى الأَثَرِ. 'তোমরা তোমাদের বংশপরিচয় শিখে নাও, যা দ্বারা তোমাদের আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখবে। কেননা আত্মীয়তার সম্পর্ক পরিবার-পরিজনের মধ্যে হৃদ্যতা বৃদ্ধি করে, সম্পদ বাড়ায় এবং বয়স বৃদ্ধি করে'।[৩৪]

৮. পৃথিবীর অধিবাসীদের উন্নয়ন :

আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা পৃথিবীবাসীদের উন্নয়ন ত্বরান্বিত করে এবং তাদের বয়স বৃদ্ধি করে। এ মর্মে হাদীছে এসেছে, আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ) তাকে বলেছেন,

إِنَّهُ مَنْ أُعْطِىَ حَظَّهُ مِنَ الرِّفْقِ فَقَدْ أُعْطِىَ حَظَّهُ مِنْ خَيْرِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَصِلَةُ الرَّحِمِ وَحُسْنُ الْخُلُقِ وَحُسْنُ الْجِوَارِ يَعْمُرَانِ الدِّيَارَ وَيَزِيْدَانِ فِى الأَعْمَارِ.

'যাকে নম্রতা দান করা হয়েছে, তাকে দুনিয়া ও আখিরাতের বহু কল্যাণ দেওয়া হয়েছে। আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা, উত্তম চরিত্র ও সৎ প্রতিবেশী দুনিয়ার অধিবাসীদের উন্নয়ন ঘটায় এবং বয়স বৃদ্ধি করে'।[৩৫]

৯. দ্রুত ছওয়াব লাভের উপায় :

আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখলে অবিলম্বে ছওয়াব বা প্রতিদান লাভ করা যায়। এ মর্মে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

لَيْسَ شَيْءٌ أُطِيْعُ اللهَ فِيهِ أَعْجَلَ ثَوَابًا مِنْ صِلَةِ الرَّحِمِ، وَلَيْسَ شَيْءٌ أَعْجَلَ عِقَابًا مِنَ الْبَغْيِ وَقَطِيْعَةِ الرَّحِمِ-

'আল্লাহ্র আনুগত্য সম্পন্ন এমন কোন কাজ নেই, যার মাধ্যমে দ্রুত ছওয়াব লাভ করা যায় আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা ব্যতীত। আর বিদ্রোহ করা ও আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা ব্যতীত কোন কাজে দ্রুত শাস্তি আপতিত হয় না'।[৩৬]

---

৩৪. তিরমিযী হা/১৯৭৯; সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৭৬; মিশকাত হা/৪৯৩৪।
৩৫. মুসনাদ আহমাদ; সিলিসিলা ছহীহাহ হা/৫১৯; ছহীহ আত-তারগীব হা/২৫২৪।
৩৬. বায়হাক্বী, সুনানুল কুবরা ১০/৬২; ছহীহুল জামে' হা/৫৩৯১; ছহীহাহ হা/৯৭৮।

১০. আত্মীয়তার সম্পর্ক ক্বিয়ামতের দিন সাক্ষী দিবে :

যে ব্যক্তি আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করবে ক্বিয়ামতের দিন অপরাপর আত্মীয়-স্বজন তার পক্ষে সাক্ষ্য দিবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, وَكُلُّ رَحِمٍ آتِيَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمَامَ صَاحِبِهَا تَشْهَدُ لَهُ بِصِلَةٍ إِنْ كَانَ وَصَلَهَا وَعَلَيْهِ بِقَطِيْعَةٍ إِنْ كَانَ قَطَعَهَا– 'আত্মীয়তার বন্ধন ক্বিয়ামতের দিন তার সংশ্লিষ্টজনের সম্মুখে এসে দাঁড়াবে এবং যদি সে তাকে দুনিয়ায় যুক্ত রেখে থাকে, তবে সে তার পক্ষে সাক্ষ্য দিবে, যদি সে তাকে দুনিয়ায় ছিন্ন করে থাকে, তবে সে তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে'।[৩৭]

১১. জান্নাতে প্রবেশের উত্তম মাধ্যম :

আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করলে জান্নাতে প্রবেশ করা সহজ হয়। বারা ইবনু আযিব (রাঃ) বলেন, একদা জনৈক বেদুঈন নবী করীম (ছাঃ)-এর খেদমতে এসে আরয করল, হে আল্লাহ্র নবী (ছাঃ)!

عَلِّمْنِيْ عَمَلاً يُدْخِلُنِيْ الْجَنَّةَ فَقَالَ لَئِنْ كُنْتَ أَقْصَرْتَ الْخُطْبَةَ لَقَدْ أَعْرَضْتَ الْمَسْأَلَةَ أَعْتِقِ النَّسَمَةَ وَفُكَّ الرَّقَبَةَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَوَلَيْسَتَا بِوَاحِدَةٍ قَالَ لاَ إِنَّ عِتْقَ النَّسَمَةِ أَنْ تَفَرَّدَ بِعِتْقِهَا وَفَكَّ الرَّقَبَةِ أَنْ تُعِيْنَ فِيْ عِتْقِهَا وَالْمِنْحَةُ الْوَكُوْفُ وَالْفَيْءُ عَلَى ذِى الرَّحِمِ الظَّالِمِ فَإِنْ لَمْ تُطِقْ ذَلِكَ فَأَطْعِمِ الْجَائِعَ وَاسْقِ الظَّمْآنَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ فَإِنْ لَمْ تُطِقْ ذَلِكَ فَكُفَّ لِسَانَكَ إِلاَّ مِنَ الْخَيْرِ.

'আমাকে এমন একটি আমল শিক্ষা দিন, যা আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে। নবী করীম (ছাঃ) বললেন, 'তোমার কথা যদি এই পর্যন্তই হয়ে থাকে, তবে একটা প্রশ্নের মতো প্রশ্নই তুমি করেছ। গোলাম আযাদ কর এবং গর্দান মুক্ত কর'। সে ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! দু'টা একই বস্তু নয় কি? নবী করীম (ছাঃ) বললেন, না, গোলাম আযাদ করা তো কোন গোলামকে আযাদ করাই এবং গর্দান মুক্ত করা মানে আত্মীয়-স্বজনের মুক্তির জন্য সাহায্য করা এবং প্রিয় বস্তু (অর্থ-সম্পদ) দান করা। যদি তা

৩৭. *আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৭৩; সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৭৭।*

Contents

না পার, তবে ক্ষুধার্তকে খাদ্য খাওয়াবে, তৃষ্ণার্তকে পানি পান করাবে, সৎকাজের আদেশ করবে এবং অসৎকাজে নিষেধ করবে। যদি তাতেও সমর্থ না হও, তবে কল্যাণকর কথা ব্যতীত তোমার মুখ বন্ধ রাখবে'।[৩৮]

অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَفْشُوا السَّلاَمَ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَصِلُوا الأَرْحَامَ وَصَلُّوْا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلاَمٍ– 'হে লোক সকল! পরস্পর সালাম বিনিময় কর, অন্যকে খাদ্য খাওয়াও, আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখ, রাতে ছালাত আদায় কর মানুষ যখন ঘুমন্ত থাকে, নিরাপদে জান্নাতে প্রবেশ কর'।[৩৯]

আত্মীয়তার সম্পর্ক বৃদ্ধির কতিপয় উপায়

আত্মীয়তার সম্পর্ককে সুদৃঢ় ও মযবূত করা এবং তা অক্ষুণ্ন ও অবিচল রাখার জন্য কিছু কাজ করা যরূরী। নিম্নে সেসব উল্লেখ করা হ'ল।-

১. আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে অবগত হওয়া :

কোন জিনিসের ফলাফল ও শুভ পরিণতি অবগত হ'লে সে কাজ সম্পাদনে মানুষ উৎসাহী ও আগ্রহী হয় এবং তা সম্পাদনে সচেষ্ট ও যথাসাধ্য তৎপর হয়। তাই আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষার গুরুত্ব ও ফযীলত অবগত হওয়া আবশ্যক।

২. আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার পরিণতি জানা :

আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার পাপ ও পরিণতি অবগত হ'লে মানুষ এসব থেকে সাবধান হবে। তাছাড়া এ কারণে যে পার্থিব অনিষ্ট রয়েছে তা জানলে এ বন্ধন রক্ষায় সচেষ্ট হবে।

৩. আল্লাহ্র নিকটে সাহায্য প্রার্থনা :

আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করা নেকীর কাজ। তাই এ কাজ করার জন্য আল্লাহ্র কাছে তাওফীক কামনা করতে হবে। পক্ষান্তরে এ সম্পর্ক ছিন্ন করা পাপ। তাই এ পাপ থেকে বেঁচে থাকার জন্যও আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা করতে হবে।

৪. আত্মীয়-স্বজনের দুর্ব্যবহার সুন্দরভাবে মোকাবিলা করা :

---

৩৮. আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৬৮; মিশকাত হা/৩৩৮৪, সনদ ছহীহ।
৩৯. ইবনু মাজাহ হা/৩৩৭৪; মিশকাত হা/১৯০৭; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৫৬৯।

জ্ঞাতি-গোষ্ঠীর মাঝে মুহাব্বত বজায় রাখা, তাদের সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধি করা এবং অসদাচরণেও ধৈর্য ধারণ করা ও তা সুন্দরভাবে মোকাবিলা করা। যেমন হাদীছে এসেছে, একদা এক ব্যক্তি নবী করীম (ছাঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে আরয করল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজন রয়েছে, আমি তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করি, কিন্তু তারা আমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে। আমি তাদের প্রতি অনুগ্রহ করি কিন্তু তারা আমার সাথে অসদাচরণ করে। তারা আমার সাথে গোয়ার্তুমি করে। আমি সহ্য করি। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, 'যদি তোমার বক্তব্য ঠিক হয়, তবে তো তুমি যেন তাদের মুখে উত্তপ্ত ছাই পুরে দিচ্ছ। তোমার কারণে তাদের দুর্ভোগ আছে। যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি এরূপ করতে থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে একজন সাহায্যকারী তাদের মুকাবিলায় তোমার সাথে থাকবেন'।[৪০]

৫. ভুলের পর তাদের পেশকৃত কৈফিয়ত গ্রহণ করা :

আত্মীয়-স্বজন ভুল করার পর কৈফিয়ত পেশ করলে তাদের সে কৈফিয়ত গ্রহণ করা এবং তাদের ক্ষমা করে দেওয়া। যেমন ইউসুফ (আঃ) স্বীয় ভাইদের পেশকৃত কৈফিয়ত গ্রহণ করেন এবং তাদের ক্ষমা করে দেন *(ইউসুফ ১২/৯১-৯২)*।

৬. তাদের অপরাধ ক্ষমা করে দেওয়া :

মানুষ মাত্রই ভুল করে, অপরাধ করে। সুতরাং আত্মীয়-স্বজনের কৃত ভুল-ত্রুটি ও অপরাধ ক্ষমা করে দেওয়া উদার চিত্ত ও ভদ্র-শালীন মানুষের পরিচয়। তাদের এ অপরাধ ভুলে যাওয়া এবং পরবর্তীতে কখনো এসব তাদের সামনে উচ্চারণ না করা। এতে সম্পর্কের উন্নয়ন ঘটবে।

৭. তাদের সাথে বিনয়ী ও নম্র আচরণ করা :

আত্মীয়দের সাথে নম্র-ভদ্র আচরণ করলে সর্ম্পক মযবূত হয়। সম্পর্কের সেতুবন্ধন অক্ষুণ্ন থাকে। আত্মীয়-স্বজন আরো নিকটতর হয়। তাই আত্মীয়দের সাথে নম্র আচরণ ও ভদ্র ব্যবহার করতে হবে।

৮. তাদের ভুল-ত্রুটি উপেক্ষা করা :

---

৪০. মুসলিম হা/২৫৫৮; মিশকাত হা/৪৯২৪; আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৫২।

Contents

মানুষের ভুল-ত্রুটি উপেক্ষা করা মহত্ত্বের পরিচয়। বিশাল হৃদয়ের মানুষের পক্ষেই এটা সম্ভব। এর মাধ্যমে হৃদ্যতা বৃদ্ধি পায়, বৈরিতা দূরীভূত হয়। সুতরাং আত্মীয়দের ভুল-ত্রুটি আমলে না নিয়ে তা উপেক্ষা করার চেষ্টা করতে হবে।

৯. তাদের জন্য সাধ্যমত ব্যয় করা :

আত্মীয়দের জন্য সাধ্যমত ব্যয় করা। কেননা তাদের জন্য দান করলে অধিক ছওয়াব পাওয়া যায় এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা হয়। যেমন আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'মদীনার আনছারগণের মধ্যে আবূ তালহা (রাঃ) সর্বাধিক খেজুর বাগানের মালিক ছিলেন। মসজিদে নববীর নিকটবর্তী বায়রুহা নামক বাগানটি তার কাছে অধিক প্রিয় ছিল। আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) তার বাগানে প্রবেশ করে এর সুপেয় পানি পান করতেন। আনাস (রাঃ) বলেন, যখন এ আয়াত অবতীর্ণ হ'ল, 'তোমরা যা ভালবাস তা হ'তে ব্যয় না করা পর্যন্ত তোমরা কখনো পুণ্য লাভ করবে না' *(আলে ইমরান ৯২)* তখন আবু তালহা (রাঃ) আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-এর কাছে গিয়ে বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আল্লাহতো বলেছেন, 'তোমরা যা ভালবাস তা হ'তে ব্যয় না করা পর্যন্ত কখনো পুণ্য লাভ করবে না' *(আলে ইমরান ৯২)*। আর বায়রুহা বাগানটি আমার কাছে অধিক প্রিয়। এটি আল্লাহ্র নামে ছাদাক্বাহ করে আমি এর কল্যাণ কামনা করি এবং তা আল্লাহ্র নিকট আমার জন্য সঞ্চয়রূপে থাকবে। কাজেই এই বাগানটি আপনি যাকে দান করা ভাল মনে করেন তাকে দান করুন। তখন আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) বললেন, 'তোমাকে ধন্যবাদ, এ হচ্ছে লাভজনক সম্পদ, এ হচ্ছে লাভজনক সম্পদ। তুমি যা বলেছ, তা শুনলাম। আমি মনে করি, তোমার আপনজনদের মধ্যে তা বণ্টন করে দাও'। আবু তালহা (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমি তাই করব। অতঃপর তিনি তার আত্মীয়-স্বজন, আপন চাচার বংশধরের মধ্যে তা বণ্টন করে দিলেন'।[৪১]

অন্য হাদীছে এসেছে, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ)-এর স্ত্রী যয়নাব (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মহিলাদের উদ্দেশ্য করে বললেন, 'হে নারী সমাজ! তোমরা ছাদাক্বাহ (দান) কর যদিও তা

৪১. বুখারী হা/১৪৬১; মুসলিম হা/৯৯৮; মিশকাত হা/১৯৪৫।

তোমাদের গহনাপত্রের মাধ্যমে হয়'। যয়নাব (রাঃ) বলেন, একথা শুনে আমি গিয়ে আমার স্বামী আব্দুল্লাহকে বললাম, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদেরকে ছাদাক্বাহ করতে বলেছেন। আর তুমি তো গরীব অভাবী মানুষ, তাই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস কর, তোমাকে দান করলে তা দান হিসাবে গণ্য হবে কি-না? তা না হ'লে অপর কাউকে দান করব। রাবী বলেন, আমার স্বামী আব্দুল্লাহ আমাকে বললেন, বরং তুমিই যাও। অতঃপর আমিই গেলাম এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দরজায় আনছার সম্প্রদায়ের অপর এক মহিলাকে একই উদ্দেশ্যে দাঁড়ানো দেখলাম। কারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হ'লেন অনন্য ব্যক্তিত্বের অধিকারী ও প্রভাবশালী লোক। অতঃপর বিলাল (রাঃ) বের হয়ে আসলে আমরা তাকে বললাম, আপনি গিয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলুন, দু'জন মহিলা দরজায় দাঁড়িয়ে আছে। তারা আপনার কাছে জানতে চাচ্ছে- যদি তারা তাদের নিজ স্বামীকে দান করে এবং তাদের ঘরেই প্রতিপালিত ইয়াতীমকে দান করে তাহ'লে কি তা আদায় হবে? আর অনুরোধ হ'ল আমাদের পরিচয় তাঁকে জানাবেন না। রাবী বলেন, অতঃপর বিলাল (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, মহিলাদ্বয় কে কে? তিনি বললেন, একজন আনছার গোত্রের এবং অপরজন যয়নাব? তিনি বললেন, আব্দুল্লাহ্র স্ত্রী যয়নাব। অতঃপর তাঁকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, لَهُمَا أَجْرَانِ أَجْرُ الْقَرَابَةِ وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ. 'তারা উভয়েই তাদের দানের জন্য দ্বিগুণ ছওয়াব পাবে। এক- নিকটাত্মীয়দের সাথে সদ্ব্যবহারের জন্য। দুই- ছাদাক্বাহ করার জন্য'।[৪২]

অন্য বর্ণনায় এসেছে, ইবনু আব্বাসের গোলাম কুরাইব হ'তে বর্ণিত,

أَنَّ مَيْمُوْنَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ رضى الله عنها أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا أَعْتَقَتْ وَلِيْدَةً وَلَمْ تَسْتَأْذِنِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُهَا الَّذِىْ يَدُوْرُ عَلَيْهَا فِيْهِ قَالَتْ أَشَعَرْتَ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَنِّىْ أَعْتَقْتُ وَلِيْدَتِىْ قَالَ أَوَفَعَلْتِ. قَالَتْ نَعَمْ. قَالَ أَمَا إِنَّكِ لَوْ أَعْطَيْتِيْهَا أَخْوَالَكِ كَانَ أَعْظَمَ لأَجْرِكِ.

৪২. *বুখারী হা/১৪৬৬; মুসলিম হা/১০০০; মিশকাত হা/১৯৩৪।*

'মায়মূনাহ বিনতে হারিছ (রাঃ) তাকে সংবাদ দেন যে, নবী করীম (ছাঃ)-এর অনুমতি ব্যতীত তিনি তার বাঁদিকে মুক্ত করে দিলেন। অতঃপর তার ঘরে নবী করীম (ছাঃ)-এর অবস্থানের দিন তিনি বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আপনি কি জানেন না যে, আমি আমার বাঁদি মুক্ত করে দিয়েছি? তিনি বললেন, 'তুমি কি তা করেছ'? মায়মূনাহ (রাঃ) বললেন, হ্যাঁ। তিনি বললেন, 'শোন! তুমি যদি তোমার মামাদেরকে এটা দান করতে তাহ'লে তোমার জন্য বেশী নেকীর কাজ হ'ত'।[৪৩] অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِيْنِ صَدَقَةٌ وَهِىَ عَلَى ذِى الْقَرَابَةِ اثْنَتَانِ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ. 'দরিদ্রকে দান করলে কেবল ছাদাক্বার ছওয়াব মেলে। আর আত্মীয়কে দান করলে ছাদাক্বার ছওয়াব ও আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষার ছওয়াব উভয়ই পাওয়া যায়'।[৪৪]

অপর একটি হাদীছে এসেছে, রাসূল (ছাঃ) বলেন,

ابْدَأْ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا فَإِنْ فَضَلَ شَىْءٌ فَلأَهْلِكَ فَإِنْ فَضَلَ عَنْ أَهْلِكَ شَىْءٌ فَلِذِى قَرَابَتِكَ فَإِنْ فَضَلَ عَنْ ذِى قَرَابَتِكَ شَىْءٌ فَهَكَذَا وَهَكَذَا. يَقُولُ فَبَيْنَ يَدَيْكَ وَعَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ شِمَالِكَ-

'এ অর্থ তুমি প্রথমে তোমার নিজের জন্য ব্যয় কর। তারপর যদি কিছু বাকী থাকে তাহ'লে তোমার পরিবারের লোকদের জন্য তা ব্যয় কর, অতঃপর তোমার নিকটাত্মীয়দের জন্য ব্যয় কর, এরপরও যদি কিছু অবশিষ্ট থাকে তাহ'লে তা এদিকে সেদিকে ব্যয় কর'। এ বলে তিনি সামনে, ডানে ও বামে হাত দিয়ে ইঙ্গিত করলেন।[৪৫]

১০. খোঁটাদান পরিহার ও তাদের নিকট দাবী-দাওয়া থেকে বিরত থাকা :

দান করে খোঁটা দেওয়া পাপ এবং এর পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ। রাসূল (ছাঃ) বলেন, لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنَّانٌ 'খোঁটাদানকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে

---

৪৩. বুখারী হা/২৫৯২।
৪৪. তিরমিযী হা/৬৫৮; ইবনু মাজাহ হা/১৮৪৪; মিশকাত হা/১৯৩৯, সনদ ছহীহ।
৪৫. মুসলিম হা/৯৯৭; ঐ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন হা/২১৮২; ঐ, ইসলামিক সেন্টার হা/২১৮৪।

না'।[৪৬] বিধায় আত্মীয়-স্বজনকে দান করে খোঁটা দেওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে। তেমনি তাদের নিকট থেকে কোন কিছু চাওয়া বা তাদের নিকটে কোন কিছু দাবী করা থেকেও বিরত থাকতে হবে।

১১. স্বজনদের অল্প উপঢৌকনেও তুষ্ট থাকা :

উপহার-উপঢৌকন দিলে পারস্পরিক মুহাব্বত বৃদ্ধি পায়। মানুষের সাধ ও সাধ্যের সমন্বয় না ঘটলে, পরস্পরকে উপহার দেওয়ার ক্ষেত্রে যথোপযুক্ত বস্তু উপহার প্রদান করতে পারে না। তাই আত্মীয়দের প্রদত্ত উপহারে সন্তুষ্ট হওয়া উচিত, যদিও তা পরিমাণে কম হয়।

১২. তাদের অবস্থা ও অবস্থানের প্রতি লক্ষ্য রাখা :

মাঝে-মধ্যে আত্মীয়-স্বজনের খোঁজ-খবর রাখা, বছরে একবার হ'লেও তাদের সাথে সাক্ষাৎ করা প্রত্যেকের কর্তব্য। সেটা সম্ভব না হ'লে অন্তত টেলিফোন বা মোবাইলে খোঁজ-খবর নেওয়া এবং তাদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা যরূরী। তাদের সাথে হাসিমুখে কথা বলা এবং যথাসাধ্য সুসম্পর্ক বজায় রাখা। তাদের অধিকার পরিপূর্ণভাবে আদায় করা। এছাড়া তাদের মর্যাদা ও স্তর অনুযায়ী যথোপযুক্ত সম্মান করা। এতে করে আত্মীয়তার বন্ধন অটুট থাকবে এবং পরস্পরের মধ্যে হৃদ্যতা বৃদ্ধি পাবে।

১৩. তাদের কষ্ট না দেওয়া ও তাদের সমস্যা দূর করা :

কোন আত্মীয়কে কখনও কষ্ট না দেওয়া এবং তাদের সমস্যাবলী যথাসাধ্য দূর করার চেষ্টা করা। আত্মীয়-স্বজন যখন জানবে যে, অমুক ব্যক্তি আত্মীয়দের সাথে উত্তম ব্যবহার করে, সে কাউকে কষ্ট দেয় না এবং তাদের অসুবিধা দূর করতে সচেষ্ট ও তাদের সমস্যায় সহযোগিতা করে, তখন তার সাথে সকলে সুসম্পর্ক বজায় রাখবে; তার প্রতিও সকলে সহমর্মী ও সহযোগী হবে।

১৪. তাদের ভর্ৎসনা ও তিরস্কার করা থেকে বিরত থাকা :

আত্মীয়-স্বজন বাড়ীতে আসলে আনন্দিত হওয়া এবং তাদের সমাদর করা। কখনও কোন কাজে ত্রুটি হ'লে তাদের ভর্ৎসনা ও তিরস্কার না করা। শালীন ব্যক্তি মাত্রই মানুষের যথোপযুক্ত হক প্রদান করে থাকেন। তিনি

৪৬. বুখারী হা/৬৬৮৪; মুসলিম হা/২৫৫৬; মিশকাত হা/৪৯২২।

নিজের হকের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করেন না; অপরে তার অধিকার আদায় করুক বা না করুক সেদিকেও লক্ষ্য রাখেন না; বরং অপরের হক আদায়ে তৎপর থাকেন। তেমনি কোন আত্মীয় কারো যথাযথ হক আদায় না করলেও তাকে তিরস্কার করা থেকে বিরত থাকতে হবে।

১৫. আত্মীয়দের সমালোচনা সহ্য করা :

বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের অন্যতম গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তাদের সাথে অতি জঘন্য, যন্ত্রণা ও পীড়াদায়ক আচরণ করা হ'লেও তাঁরা সেসব অম্লান বদনে সহ্য করেন এবং তাদের সাথে খারাপ আচরণ করেন না, বরং উত্তম ব্যবহার করেন। সুতরাং আত্মীয়দের সাথেও অনুরূপ আচরণ করতে হবে। কখনও তারা সমালোচনা করলেও তা সহ্য করতে হবে। এতে তারা আরো নিকটতর হবে।

১৬. আত্মীয়দের সাথে হাসি-ঠাট্টায় মধ্যপন্থা অবলম্বন করা :

সমাজের সকল মানুষ সব জিনিস পসন্দ করে না। যেমন অনেকে হাসি-ঠাট্টা পসন্দ করেন না। আত্মীয়দের মাঝেও অনুরূপ মানুষ থাকা অস্বাভাবিক নয়। তাই তাদের মন মেজায বুঝে হাসি-মশকরা করতে হবে এবং এতেও মধ্যপন্থা অবলম্বন করতে হবে। যাতে এসব তুচ্ছ কারণে আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন না হয়।

১৭. ঝগড়া-বিবাদের পথ পরিহার করা :

মানুষ হিসাবে পরস্পর মনোমালিন্য সৃষ্টি হ'তে পারে। আর এটা কখনো কখনো ঝগড়া-বিবাদে রূপ নেয়। কিন্তু আত্মীয়দের মাঝে যাতে এরূপ না ঘটে তার যথাসাধ্য চেষ্টা করতে হবে। কেননা এর মাধ্যমে শত্রুতা সৃষ্টি হয়, অন্তরে প্রতিশোধ পরায়ণতা জেগে ওঠে। কাজেই ঝগড়া-বিবাদের পথ সর্বতোভাবে পরিহার করতে হবে।

১৮. পরস্পর উপঢৌকন বিনিময় করা :

উপহার-উপঢৌকন মুহাব্বত বৃদ্ধি করে, খারাপ ধারণা দূরীভূত করে এবং আন্তরিক বিদ্বেষকে প্রতিহত করে। তাই আত্মীয়দের মাঝে পরস্পর হাদিয়া বিনিময় করা উচিত। রাসূল (ছাঃ) বলেন, تَهَادُّوْا تَحَابُّوْا 'তোমরা পরস্পরকে হাদিয়া দাও, একে অপরের মধ্যে হৃদ্যতা বৃদ্ধি কর'।[৪৭]

---

৪৭. আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৫৯৪, সনদ হাসান।

১৯. আত্মীয়কে অতি আপনজন ভাবা :

আত্মীয়-স্বজনকে নিজের দেহের অংশ হিসাবে জ্ঞান করে তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার চিন্তা মনে না আনা। বরং তাদের সম্মান-মর্যাদাকে নিজের সম্মান এবং তাদের অপমানকে নিজের লাঞ্ছনা মনে করা। আত্মীয়দের প্রতি কারো এরূপ মনোভাব থাকলে এ বন্ধন আরো সুদৃঢ় হবে।

২০. আত্মীয়দের সাথে বৈরিতা অনিষ্ট ও বিপদের কারণ :

আত্মীয়-স্বজনের সাথে শত্রুতা ও বৈরী মনোভাব না থাকা। এতে অকল্যাণ ও বিপদের পথ প্রশস্ত হয়। কেননা মানুষ স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। নিজের জীবন চলার পথে অন্যের সাহায্য-সহযোগিতা তার প্রয়োজন হয়। এ প্রয়োজনের ক্ষেত্রে আত্মীয়রা সর্বাগ্রে এগিয়ে আসে। আর আত্মীয়দের সাথে বৈরিতা থাকলে তারা বিপদ-মুছীবতের সময়ও দূরে থাকে। ফলে বিপদগ্রস্ত ব্যক্তি আরো অকল্যাণ ও বিপদের সম্মুখীন হয়। এজন্য আত্মীয়দের সাথে সু-সম্পর্ক বজায় রাখতে হবে।

২১. যথাসময়ে আত্মীয়দের স্মরণ করতে আগ্রহী হওয়া :

যথাসময়ে আত্মীয়দের স্মরণ করার অর্থ হচ্ছে বিবাহ-শাদী, ওয়ালীমা বা এ ধরনের অনুষ্ঠান ও সমাবেশে তাদেরকে দাওয়াত দেওয়া এবং তাদের অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা। ভুলবশত কেউ বাদ পড়ে গেলে তার কাছে গিয়ে কৈফিয়ত পেশ করা, সাধ্যমত তাকে রাযী-খুশি করা। এতে সম্পর্ক আরো বৃদ্ধি পাবে।

২২. আত্মীয়দের মাঝে বিবাদ মীমাংসায় উৎসাহী হওয়া :

আত্মীয়দের পরস্পরের মাঝে বিবাদ মীমাংসার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা। কেননা আত্মীয়দের মাঝের ঝগড়া-বিবাদ ও ফিৎনা-ফাসাদ মিটিয়ে না ফেললে এটা বাড়তে থাকে। যা এক সময় অন্যান্য আত্মীয়দের মাঝে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে এই বিবাদের অগ্নি সকলকে জ্বালিয়ে মারে। পক্ষান্তরে বিবাদ মিটিয়ে ফেললে সম্পর্ক সুদৃঢ় হয়।

২৩. পরিত্যক্ত সম্পদ বণ্টনে দ্রুততা করা :

কোন স্বজনের রেখে যাওয়া সম্পদ উত্তরাধিকারীদের মাঝে দ্রুত বণ্টনের ব্যবস্থা করা। সেই সাথে বণ্টনে ন্যায়-ইনছাফ বজায় রাখা, যাতে প্রত্যেক

প্রাপক তার যথাযথ অংশ পায়। আর পরিত্যক্ত সম্পদ নিয়ে দ্বন্দ্ব সৃষ্টির পূর্বেই এ কাজ সম্পন্ন করা শ্রেয়। এতে আত্মীয়-স্বজনদের মাঝে সম্পর্ক কালিমামুক্ত ও নিষ্কলুষ হয়।

২৪. যৌথ অনুষ্ঠানে ঐক্যমতের প্রতি আগ্রহী হওয়া :

কোন যৌথ অনুষ্ঠানে সকল ক্ষেত্রে সবার সাথে ঐক্যমত পোষণ করার প্রতি আগ্রহী হওয়া। নিজের মত প্রতিষ্ঠা বা নিজের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে অটল থাকার মন-মানসিকতা পরিহার করা। তাদের মধ্যে হৃদ্যতা বৃদ্ধি, পরামর্শ প্রদান, সকলের প্রতি অনুগ্রহ করা এবং সততা ও আমানত রক্ষা করা। আর প্রত্যেকেই নিজের জন্য যা পসন্দ করবে অন্যের জন্যও তাই পসন্দ করবে। তদ্রূপ প্রত্যেককেই নিজের ও অপরের হক সম্পর্কে অবগত হওয়া। তাদের সাথে উত্তম ব্যবহার করা এবং সমস্যা সমাধানের জন্য বিস্তারিত ও খোলামেলা আলোচনা করা। তাদের সাথে ঘনিষ্ট আচরণ করা এবং অসঙ্গতিপূর্ণ আচরণ থেকে সর্বতোভাবে বিরত থাকা। কখনও তাদেরকে উপেক্ষা না করা। কেউ কোন ব্যাপারে একমত না হ'লেও তার সাথে ভাল ব্যবহার করা। এভাবে চলতে পারলে তাদের মধ্যে রহমত অবধারিত হবে, হৃদ্যতা বৃদ্ধি পাবে এবং তাদের মধ্যে বরকত নাযিল হবে।

২৫. আত্মীয়তার প্রমাণ সংরক্ষণ :

আত্মীয়তার প্রমাণ সংরক্ষণ দু'ভাবে করা যায়। **(ক)** কাগজে আত্মীয়দের নাম, ঠিকানা ও ফোন নম্বর লিখে সংরক্ষণ করা এবং সকলকে কপি দেওয়া। বংশীয় সম্পর্ক বা আত্মীয়তার সম্পর্ক লিখে বা মুখস্থ করে সংরক্ষণের ব্যাপারে হাদীছে নির্দেশ এসেছে। যেমন জুবায়র ইবনু মুতঈম (রাঃ) বলেন, তিনি ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ)-কে মিম্বরের উপর ভাষণরত অবস্থায় বলতে শুনেছেন,

تَعْلَمُوْا أَنْسَابَكُمْ، ثُمَّ صِلُوْا أَرْحَامَكُمْ، وَاللهِ إِنَّهُ لَيَكُوْنُ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ أَخِيْهِ الشَّيْءُ، وَلَوْ يَعْلَمُ الَّذِيْ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ مِنْ دَاخِلَةِ الرَّحِمِ، لَأَوْزَعَهُ ذَلِكَ عَنْ اِنْتِهَاكِهِ.

'তোমাদের বংশপঞ্জিকা (নসবনামা) জেনে রাখ এবং (তদনুযায়ী) ঘনিষ্ঠজনদের সাথে সম্পর্ক রক্ষা কর। আল্লাহ্‌র কসম! অনেক সময় কোন

Contents

ব্যক্তি ও তার (বংশানুক্রমিক) ভাইয়ের মধ্যে (অপ্রীতিকর) কিছু একটা ঘটে যায়; যদি সে জানতে পারত যে, তার এবং এর মধ্যে রক্তের বন্ধন বিদ্যমান রয়েছে, তবে তারা তার ভাইকে অপদস্থ করা হ'তে নিবৃত্ত করত'।[৪৮] অন্য বর্ণনায় এসেছে, আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন,

اَحْفَظُوْا أَنْسَابَكُمْ، تَصِلُوْا أَرْحَامَكُمْ؛ فَإِنَّهُ لاَ بُعْدَ بِالرَّحِمِ إِذَا قَرَّبَتَ، وَإِنْ كَانَتْ بَعِيْدَةً، وَلاَ قُرْبَ بِهَا إِذَا بَعُدَتْ، وَإِنْ كَانَتْ قَرِيْبَةً، وَكُلُّ رِحْمٍ أَتِيَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمَامَ صَاحِبِهَا، تَشْهَدُ لَهُ بِصِلَةٍ؛ إِنْ كَانَ وَصَلَهَا، وَعَلَيْهِ بِقَطِيْعَةٍ إِنْ كَانَ قَطَعَهَا.

'বংশপঞ্জিকা সংরক্ষণ কর (এবং তদনুযায়ী) ঘনিষ্ঠজনদের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখ। কেননা দূরের আত্মীয়ও ঘনিষ্ঠ আচরণ দ্বারা ঘনিষ্ঠতর হয়ে যায় এবং নিকটাত্মীয়ও ঘনিষ্ঠ আচরণের অভাবে দূর হয়ে যায়। রক্তের বন্ধন ক্বিয়ামতের দিন তার সংশ্লিষ্টজনের সম্মুখে এসে দাঁড়াবে এবং যদি সে তাকে দুনিয়ায় যুক্ত রেখে থাকে, তবে সে তার পক্ষে সাক্ষ্য দিবে, যদি সে তাকে দুনিয়ায় ছিন্ন করে থাকে, তবে সে তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে'।[৪৯]

(খ) আত্মীয়দের সাথে সাক্ষাৎ করতে যাওয়ার সময় সন্তান-সন্ততিকে সঙ্গে নেওয়া। যাতে তাদের সাথে সম্পর্ক রক্ষায় তারা অভ্যস্ত হয় এবং তাদের সাথে পরিচিত হয়।

২৬. আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করাকে আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের মাধ্যম মনে করা :

সকল ক্ষেত্রে কেবল আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ও তাঁর রাযী-খুশির উদ্দেশ্যে কাজ করতে হবে, এতে অন্য কাউকে শরীক করা চলবে না। সকল কাজ হবে নেকী ও তাক্বওয়ার ব্যাপারে সহযোগিতার জন্য, জাহিলী কোন বিষয়ের সংরক্ষণ ও উন্নয়ন লক্ষ্যে হবে না। তেমনি আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষাকে ছওয়াব অর্জন ও আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করলে এ সম্পর্কে কখনও চিড় ধরবে না।

আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার অর্থ

৪৮. আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৭২, সনদ ছহীহ।
৪৯. আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৭৩, সনদ ছহীহ।

আত্মীয়তার সম্পর্ক বিনষ্ট ও ছিন্ন হওয়ার অর্থ ও তাৎপর্য হচ্ছে জ্ঞাতি-গোষ্ঠীর সাথে দুর্ব্যবহার করা, তাদের প্রতি অনুগ্রহ, অনুকম্পা পরিহার করা, পূর্ববর্তী আত্মীয়দের বংশধরদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা, শারঈ ওযর ব্যতীত তাদের প্রতি ইহসান না করা, কারো প্রতি আত্মীয়তার সম্পর্ক বিনষ্ট করার দোষ চাপানো ইত্যাদি।[৫০]

আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার হুকুম

আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা কবীরা গোনাহ।[৫১] কেননা আল্লাহ আত্মীয়দের সাথে সদাচরণ করতে এবং তাদের হক যথাযথভাবে আদায় করতে নির্দেশ দিয়েছেন।[৫২] অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)ও আত্মীয়তার সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ রাখার নির্দেশ দিয়েছেন[৫৩] এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না বলে উল্লেখ করেছেন।[৫৪] বিশেষ করে পিতা-মাতার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা হারাম।[৫৫] আর অন্যান্য আত্মীয়ের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা গোনাহের কারণ, যা ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে।

আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার অপকারিতা ও পাপ

আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা অতি বড় গোনাহের কাজ। এর ফলে পারস্পরিক বন্ধন নষ্ট হয়, বংশীয় সম্পর্ক ক্ষুণ্ণ হয়, শত্রুতা ও বিদ্বেষ বৃদ্ধি পায়, বিচ্ছিন্নতা ও একে অপরকে পরিত্যাগ করা অবধারিত হয়। এটা পারস্পরিক সৌহার্দ্য-সম্প্রীতি, হৃদ্যতা ও ভালবাসা দূর করে, অভিশাপ ও শাস্তি ত্বরান্বিত করে, জান্নাতে প্রবেশের পথকে বাধাগ্রস্ত করে, হীনতা ও লাঞ্ছনা আবশ্যক করে। এছাড়া এর কারণে মানব মনে চিন্তা ও পেরেশানী বৃদ্ধি পায়। কেননা মানুষ যার নিকট থেকে ভাল ব্যবহার, কল্যাণ ও সুসম্পর্ক কামনা করে, তার পক্ষ থেকে কোন বিপদ আসলে সেটা অধিক পীড়াদায়ক ও অসহনীয় হয়। এতদ্ব্যতীত পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের

---

৫০. মুহাম্মাদ ইবনু ইবরাহীম আল-হামদ, কাতী'আতুর রাহিম, পৃঃ ২।
৫১. ফাতাওয়া লাজনা আদ-দায়িমাহ ২৫/২৪৭।
৫২. নিসা ৪/৩৬; বানী ইসরাঈল ১৭/২৬-২৭।
৫৩. বুখারী হা/১৩৯৬।
৫৪. আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৬৪, সনদ ছহীহ।
৫৫. বুখারী হা/২৪০৮; মুসলিম হা/২৫৯৩; বুখারী হা/২৬৫৪; মুসলিম হা/৮৭; তিরমিযী হা/১৯০১।

বর্ণনামতে জ্ঞাতি সম্পর্ক ছিন্ন করার কিছু পাপ ও অপকারিতা নিম্নে উল্লেখ করা হ'ল।-

১. আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী অভিশপ্ত :

কুরআন মাজীদে আল্লাহ তা'আলা আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারীকে অভিশপ্ত বলে উল্লেখ করেছেন। যেমন আল্লাহ বলেন,

فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوْا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوْا أَرْحَامَكُمْ، أُوْلَئِكَ الَّذِيْنَ لَعَنَهُمُ اللهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ-

'তবে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হ'লে সম্ভবত তোমরা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবে। আল্লাহ এদেরকে লা'নত করেন এবং করেন বধির ও দৃষ্টিশক্তিহীন' *(মুহাম্মাদ ৪৭/২২-২৩)*।

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় আব্দুর রহমান ইবনু নাছের আস-সা'দী বলেন, এতে দু'টি বিষয় রয়েছে। ১. আল্লাহ্র আনুগত্য আবশ্যকীয় করে নেয়া এবং তাঁর আদেশকে যথার্থভাবে পালন করা। এটা কল্যাণ, হেদায়াত ও কামিয়াবী। ২. আল্লাহ্র আনুগত্য থেকে বিমুখ হওয়া, তাঁর নির্দেশ প্রতিপালন না করা। যার দ্বারা দুনিয়াতে কেবল বিপর্যয় সৃষ্টি হয়। আর এ বিপর্যয় সৃষ্টি হয় পাপাচার ও অবাধ্যতামূলক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে এবং জ্ঞাতি বন্ধন ছিন্ন করার কারণে। তারাই ঐসকল লোক যারা পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টি করে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার মাধ্যমে। আল্লাহ স্বীয় রহমত থেকে তাদেরকে দূর করে দিয়ে এবং তাঁর ক্রোধের নিকটবর্তী করে তাদের অভিসম্পাত করেন'।[৫৬]

অন্যত্র তাদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,

وَالَّذِيْنَ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَ اللهِ مِنْ بَعْدِ مِيْثَاقِهِ وَيَقْطَعُوْنَ مَا أَمَرَ اللهُ بِهِ أَنْ يُوْصَلَ وَيُفْسِدُوْنَ فِي الأَرْضِ أُوْلَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوْءُ الدَّارِ

---

৫৬. আব্দুর রহমান ইবনু নাছের আস-সা'দী, তাইসীরুল কারীমির রহমান ফী তাফসীরি কালামিল মান্নান, ১/৭/৮৮, সূরা মুহাম্মাদ ২২ নং আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রঃ।

‘যারা আল্লাহ্র সাথে দৃঢ় অঙ্গীকারে আবদ্ধ হবার পর তা ভঙ্গ করে, যে সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ রাখতে আল্লাহ আদেশ করেছেন তা ছিন্ন করে এবং পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করে বেড়ায় তাদের জন্য আছে লা‘নত এবং তাদের জন্য আছে মন্দ আবাস’ *(রা‘দ ১৩/২৫)*।

২. আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী ক্ষতিগ্রস্ত ফাসেকদের দলভুক্ত :

জ্ঞাতি সম্পর্ক বিনষ্টকারী পাপাচারী ও ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত। তাদের সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন,

وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلاَّ الْفَاسِقِيْنَ، الَّذِيْنَ يَنقُضُوْنَ عَهْدَ اللهِ مِنْ بَعْدِ مِيْثَاقِهِ وَيَقْطَعُوْنَ مَا أَمَرَ اللهُ بِهِ أَنْ يُوْصَلَ وَيُفْسِدُوْنَ فِي الأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُوْنَ–

‘বস্তুত তিনি ফাসেকদের ব্যতীত কাউকে বিভ্রান্ত করেন না। যারা আল্লাহ্র সাথে দৃঢ় অঙ্গীকারে আবদ্ধ হবার পর তা ভঙ্গ করে, যে সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ রাখতে আল্লাহ আদেশ করেছেন তা ছিন্ন করে এবং দুনিয়ায় অশান্তি সৃষ্টি করে বেড়ায়, তারাই ক্ষতিগ্রস্ত’ *(বাক্বারাহ ২/২৬-২৭)*।

৩. পার্থিব শাস্তি ত্বরান্বিত হওয়া ও পরকালীন শাস্তি বাকী থাকা :

আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার কারণে পরকালে কঠোর শাস্তি তো রয়েছেই, দুনিয়াতেও তাদের দ্রুত শাস্তি হবে। আবু বকর (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَا مِنْ ذَنْبٍ أَجْدَرُ أَنْ يُعَجِّلَ اللهُ تَعَالَى لِصَاحِبِهِ الْعُقُوبَةَ فِى الدُّنْيَا مَعَ مَا يَدَّخِرُ لَهُ فِى الآخِرَةِ مِثْلُ الْبَغْىِ وَقَطِيْعَةِ الرَّحِمِ– ‘আল্লাহ তা‘আলা বিদ্রোহী ও আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারীর ন্যায় অন্য কাউকে পৃথিবীতে দ্রুত শাস্তি দেয়ার পরও পরকালীন শাস্তি তার জন্য জমা করে রাখেননি’।[৫৭]

অন্য বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَا مِنْ ذَنْبٍ أَحْرَى أَنْ يُّعَجِّلَ اللهُ لِصَاحِبِهِ الْعُقُوْبَةَ فِي الدُّنْيَا، مَعَ مَا يَدَّخِرُ لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ قَطِيْعَةِ الرَّحِمِ

---

৫৭. আবু দাঊদ হা/৪৯০২; তিরমিযী হা/২৫১১; ইবনু মাজাহ হা/৪২১১; মিশকাত হা/৪৯৩২।

وَالْبَغْيِ. 'আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন এবং বিদ্রোহের মত দুনিয়াতেই ত্বরিৎ শাস্তির উপযুক্ত আর কোন পাপ নেই। পরকালে তার জন্য যে শাস্তি সঞ্চিত রাখা হবে, তা তো আছেই'।[৫৮]

৪. আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারীর সাথে আল্লাহ সম্পর্ক ছিন্ন করেন :

যে ব্যক্তি আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করে মহান আল্লাহ তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

خَلَقَ اللهُ الْخَلْقَ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْهُ قَامَتِ الرَّحِمُ فَأَخَذَتْ بِحَقْوِ الرَّحْمَنِ فَقَالَ لَهَا مَهْ. قَالَتْ هَذَا مَقَامُ الْعَائِذِ بِكَ مِنَ الْقَطِيْعَةِ. قَالَ أَلاَ تَرْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ. قَالَتْ بَلَى يَا رَبِّ. قَالَ فَذَاكِ لَكِ. قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ اقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ (فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوْا فِي الأَرْضِ وَتُقَطِّعُوْا أَرْحَامَكُمْ).

'আল্লাহ তা'আলা যখন সমস্ত সৃষ্টি জগতকে সৃষ্টি করলেন, তখন রেহেম (আত্মীয়তা) উঠে দাঁড়িয়ে আল্লাহ্র কোমর ধরল। আল্লাহ তা'আলা বললেন, থাম (কি চাও)? সে বলল, এটা হ'ল আত্মীয়তা ছিন্নকারী হ'তে তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনার স্থান! তিনি বললেন, তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, যে তোমার সাথে সম্পর্ক বজায় রাখবে, আমি তার সাথে সম্পর্ক বজায় রাখব। আর যে তোমাকে ছিন্ন করবে, আমিও তাকে ছিন্ন করব? রেহেম বলল, জ্বী হ্যাঁ, প্রভু! তিনি বললেন, এটা তো তোমারই জন্য। অতঃপর আবু হুরায়রা (রাঃ) বললেন, ইচ্ছা হ'লে পড়তে পার, 'তবে কি (হে মুনাফিক সমাজ!) তোমরা আধিপত্য লাভ করলে পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং আত্মীয়তার বন্ধন সমূহকে ছিন্ন করবে' *(মুহাম্মাদ ৪৭/২২)*।[৫৯]

রাসূল (ছাঃ) আরো বলেন, قَالَ اللهُ أَنَا الرَّحْمَنُ وَهِيَ الرَّحِمُ شَقَقْتُ لَهَا اِسْمًا مِنَ اسْمِيْ مَنْ وَصَلَهَا وَصَلْتُهُ وَمَنْ قَطَعَهَا بَتَتُّهُ. 'আল্লাহ তা'আলা বলছেন, আমিই রহমান (দয়ালু), আমি আমার নাম (রহমান) থেকেই 'রাহেম' (আত্মীয়তার

---

৫৮. আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৬৭, সনদ ছহীহ।
৫৯. আল-আদাবুল মুফরাদ, হা/৫০, সনদ ছহীহ।

বন্ধন)-এর নাম নির্গত করেছি। সুতরাং যে আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখবে, আমি তার সাথে সম্পর্ক বজায় রাখব এবং যে তাকে ছিন্ন করবে, আমি তাকে আমা হ'তে ছিন্ন করব'।[৬০]

৫. আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না :

জ্ঞাতি সম্পর্ক বিনষ্টকারী ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ 'আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না'।[৬১] তিনি আরো বলেন, لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مُدْمِنُ خَمْرٍ وَلاَ مُؤْمِنٌ بِسِحْرٍ وَلاَ قَاطِعُ رَحِمٍ 'জান্নাতে প্রবেশ করবে না মদ পানকারী, জাদুতে বিশ্বাসী ও আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী'।[৬২]

উপরোক্ত আলোচনা থেকে সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয় যে, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা অতি বড় গোনাহের কাজ। একাজের মাধ্যমে দুনিয়াতে বিভিন্ন লাঞ্ছনা, গঞ্জনা ও শাস্তি রয়েছে, পরকালে তো বটেই। তাই আমাদেরকে এ থেকে সাবধান হ'তে হবে এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করতে হবে। এমনকি আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নকারীদের থেকে দূরে থাকার যথাসাধ্য চেষ্টা করবে। যেমন আবু হুরায়রা (রাঃ) বালক ও নির্বোধদের নেতৃত্ব-কর্তৃত্ব হ'তে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন। রাবী সাঈদ ইবনু সাম'আন (রাঃ) বলেন, ইবনু হাসানা জুহানী তাঁকে বলেছেন, তিনি আবু হুরায়রা (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন যে, এর নিদর্শন কি? তিনি বললেন, আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করা হবে, বিভ্রান্তকারীর আনুগত্য করা হবে এবং সৎপথ প্রদর্শনকারীর অবাধ্যতা করা হবে।[৬৩]

আত্মীয়তার সম্পর্ক না থাকার নিদর্শন

কতিপয় আলামত দেখে সহজেই অনুমতি হয় যে, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন হয়েছে। এগুলির মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কিছু নিদর্শন নিম্নে উল্লেখ করা হ'ল।-

---

৬০. আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৫৩, সনদ ছহীহ।
৬১. বুখারী হা/৫৯৮৪; মুসলিম, হা/২৫৫৬; আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৬৪।
৬২. সিলসিলা ছহীহাহ হা/৬৭৮।
৬৩. আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৬৬, সনদ ছহীহ।

১. সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও দরিদ্র, অসচ্ছল ও অভাবী আত্মীয়-স্বজনকে দান-ছাদাক্বা না করা। এমন অনেক পরিবার আছে, যাদের মধ্যে সচ্ছল ও অসচ্ছল উভয় শ্রেণীর লোক আছে। কখনও কখনও সচ্ছল লোকেরা দূরবর্তী লোকদেরকে সহযোগিতা করলেও, অভাবী নিকটাত্মীয়দের সহযোগিতা করে না। এটা আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন হওয়ার প্রমাণ বহন করে।

২. হাদিয়া বা উপঢৌকন বিনিময় না করা। এটা কখনও কৃপণতার কারণে হয়ে থাকে। কখনওবা এ ধারণায় হয়ে থাকে যে, যাকে হাদিয়া দেওয়া হবে তার এ ধরনের উপহার-উপঢৌকনের প্রয়োজন নেই। যদিও এ ধারণা ভুল। কেননা কোন উপহার সাধারণত মানুষের প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য করে দেওয়া হয় না। বরং উপহার-উপঢৌকন পারস্পরিক মুহাব্বত, সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি বৃদ্ধি করে।[৬৪]

৩. পরস্পর দেখা-সাক্ষাৎ না করা। বহু দিন, মাস ও বছর অতিক্রান্ত হয়ে যায় অথচ আত্মীয়-স্বজন পরস্পরে দেখা-সাক্ষাৎ করে না। ফলে একে অপরকে ভুলে যেতে শুরু করে। এটা আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার পূর্ব লক্ষণ।

৪. আত্মীয়দের মাঝে একে অপরের সুখে-দুঃখে সহমর্মী ও সমব্যথী না হওয়া। বিপদাপদে পারস্পরিক সহযোগিতা না থাকা।

৫. আত্মীয় ও জ্ঞাতি-গোষ্ঠীর একত্রিত হওয়ার জন্য দিনক্ষণ নির্ধারিত ও স্থান নির্দিষ্ট থাকলে, সেখানে উপস্থিত না হওয়া।

৬. আত্মীয়-স্বজন সম্পর্ক বজায় রাখলে তাদের সাথে সুসম্পর্ক রাখা আর তারা সম্পর্ক ঠিক না রাখলে বন্ধন ছিন্ন করা। এটা প্রকৃত অর্থে আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা নয়। বরং এটা হচ্ছে বিনিময়।[৬৫] যে কোন মূল্যে সম্পর্ক ও বন্ধন বজায় রাখাই হচ্ছে আত্মীয়তার সম্পর্ক ঠিক রাখা।[৬৬]

৭. বিবাহ-ওয়ালীমা, ঈদ সহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তাদেরকে দাওয়াত না দেওয়া এবং তাদেরকে উপেক্ষা করা।

---

৬৪. *আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৫৯৪, সনদ হাসান।*
৬৫. *বুখারী হা/৫৯৯১।*
৬৬. *মুসলিম হা/২৫৫৮।*

৮. খারাপ কথা ও কাজ এবং অশোভন আচরণের মাধ্যমে তাদের কষ্ট দেওয়া। এ ছাড়া বিভিন্ন উপায়ে তাদের দূরে রাখার চেষ্টা করা।

৯. তাদেরকে হকের দিকে দাওয়াত না দেওয়া, হেদায়াতের দিক-নির্দেশনা প্রদান না করা এবং সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ না করা।

১০. ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করা কিংবা অন্য কোন কারণে আত্মীয়দের মাঝে দলাদলি ও বিচ্ছিন্নতা তৈরী করা।

উপরোক্ত কাজগুলি আত্মীয়তার সম্পর্ক না থাকার নিদর্শন। তাই এসব থেকে বিরত থেকে আত্মীয়দের সাথে সাধ্যমত সম্পর্ক বজায় রাখতে সচেষ্ট হওয়া সকলের জন্য অতীব যরূরী।

আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার কারণ

আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন হওয়ার বহুবিধ কারণ রয়েছে, যার কোন একটি বা একাধিক কারণ বিদ্যমান থাকলে মযবূত জ্ঞাতি সম্পর্কও শিথিল হয়ে যায়, শক্ত বন্ধন ছিন্ন হয়ে যায়। এগুলির মধ্যে কতিপয় নিম্নে উল্লেখ করা হ'ল।-

১. অজ্ঞতা : আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষার ফযীলত এবং সম্পর্ক বিনষ্ট করার পাপ সম্বন্ধে অজ্ঞতা। ফলে এ ধরনের অজ্ঞ মানুষ আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষায় উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত হয় না। বরং কোন কোন সময় এ বন্ধন ছিন্ন করতে তৎপর ও সচেষ্ট হয়।

২. তাক্বওয়া বা পরহেযগারিতার অভাব : মানুষের তাক্বওয়া বা আল্লাহভীতির অভাব থাকলে তার দ্বীনদারী দুর্বল হয়ে যায়। আল্লাহ্র নির্দেশ পালন করা বা না করায় তার মধ্যে তেমন কোন প্রভাব-প্রতিক্রিয়া বা ভাবান্তর সৃষ্টি হয় না। তেমনি আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষার নেকী অর্জনে আগ্রহী হয় না এবং এ বন্ধন ছিন্ন হওয়ার পরিণতিকে ভয় পায় না।

৩. অহংকার : কোন কোন মানুষ যখন উচ্চ পদমর্যাদা ও শীর্ষস্থান লাভ করে কিংবা বড় ব্যবসায়ীতে পরিণত হয়, তখন আত্মীয়দের সাথে গর্ব-অহংকার করে। আত্মীয়দের সাথে সাক্ষাৎ এবং তাদের প্রতি সৌহার্দ্য-সম্প্রীতিকে গর্বভরে প্রত্যাখ্যান করে, তাদেরকে অবজ্ঞা করে। আর এ কাজকে সে যথার্থ মনে করে। এমনকি সে এটাও মনে করে যে, মানুষ তার

কাছে সাক্ষাৎ করতে আসবে এবং সে নিজে সাক্ষাৎ দাতা হওয়ার অধিক উপযুক্ত। এই অহংকার আত্মীয়তার সম্পর্ক বিনষ্ট হওয়ার অন্যতম কারণ।

৪. দীর্ঘ বিচ্ছিন্নতা : এমন অনেক মানুষ আছে যারা আত্মীয়-স্বজন থেকে দীর্ঘ সময় এমনকি বছরের পর বছর বিচ্ছিন্ন থাকে। এর ফলে তাদের মধ্যে অপরিচিতি ও অজানা-অচেনা অবস্থা সৃষ্টি হয়। দেখা-সাক্ষাতে কালক্ষেপণ ও দীর্ঘসূত্রতা তৈরী হয়। এভাবে আত্মীয়দের সাথে দীর্ঘ বিচ্ছিন্নতার ফলে স্থায়ী বিচ্ছিন্নতা ও দূরত্ব সৃষ্টি হয়।

৫. অত্যধিক তিরস্কার : বহু মানুষ এমন আছে যে, দীর্ঘদিন পরে তার বাড়ীতে কোন আত্মীয় আসলে অব্যাহত ও অবিরতভাবে তাকে তিরস্কার ও নিন্দা করতে থাকে। এমনকি এক্ষেত্রে সীমালংঘন করে ফেলে এবং ঐ আত্মীয়ের হক ভুলে গিয়ে তাকে যথার্থ সমাদর ও যত্ন করতে ঘাটতি করে ফেলে। এতে ঐ আত্মীয় তার বাড়ীতে আসা কমিয়ে দেয়। এভাবে দূরত্ব তৈরী হয় এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক বিনষ্ট হয়।

৬. অতিরিক্ত কষ্ট করা : সমাজে এক শ্রেণীর মানুষ আছে, তাদের নিকটে কোন আত্মীয় আসলে তারা প্রয়োজনের অতিরিক্ত কষ্ট করে। তাদের সমাদর ও আপ্যায়নে সীমালংঘন করে; সম্পদের অপচয় করে, অর্থ-কড়ি বিনষ্ট করে। ফলে অনেক ক্ষেত্রে তারা নিঃসম্বল হয়ে যায়। এতে অনেক আত্মীয় তার বাড়ীতে যাওয়া কমিয়ে দেয় এ আশংকায় যে, সে সমস্যায় পড়বে।

৭. বাড়ীতে আগত আত্মীয়দের গুরুত্ব কম দেওয়া : বহু মানুষ রয়েছে যাদের বাড়ীতে আত্মীয়-স্বজন আসলে তাদেরকে যথার্থ গুরুত্ব দেয় না; তাদের সাথে প্রাণ খুলে কথাও বলে না। বরং তাদেরকে এড়িয়ে চলা বা প্রত্যাখ্যান করার ভাব মুখমণ্ডলে ফুটে ওঠে এবং আত্মীয়দের সাথে যখন কথা বলে তখন তাদের মুখ শুকিয়ে যায়। তাদের আগমনে খুশি হ'তে পারে না, তাদের আগমনে শুকরিয়া আদায় করে না, তাদেরকে উষ্ণ অভ্যর্থনা বা সাদর সম্ভাষণ জানায় না। বরং তাদের কথা-বার্তায় বিরক্তভাব পরিলক্ষিত হয়। এতে ঐ আত্মীয়ের সাথে অন্যদের সাক্ষাৎ করা বা তার বাড়ীতে আসার ব্যাপারে অনাগ্রহ সৃষ্টি হয়।

৮. কৃপণতা : সমাজে এমন অনেক মানুষ আছে, যাদেরকে আল্লাহ সম্পদ ও সম্মান দান করলেও তারা আত্মীয়-স্বজন থেকে দূরে থাকে। এটা অহংকারবশতঃ নয়। বরং এটা আত্মীয়দের জন্য গৃহদ্বার উন্মুক্ত হওয়ার ভয়, যাতে তারা বেশী বেশী আগমন করবে এবং তার কাছে অধিক হারে অর্থ-কড়ি চাইবে ইত্যাদি। তাছাড়া তার বাড়ীতে আসলে আত্মীয়-স্বজনকে যথার্থ আপ্যায়ন করতে হবে, সাধ্যমত তাদের খেদমত করতে হবে। এতে তার ব্যয় বেড়ে যাবে। এই ভয়ে আত্মীয়দের এড়িয়ে চলে, তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে ও তাদেরকে পরিত্যাগ করে।

৯. উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পদ বণ্টনে বিলম্ব করা : অলসতাবশতঃ কিংবা কারো কারো যিদ ও গোঁড়ামির কারণে উত্তরাধিকারীদের মাঝে পরিত্যক্ত সম্পদ বণ্টনে বিলম্ব করা। যখন মীরাছ বণ্টনে দেরী হবে এবং কেউ ভোগ-দখল করতে থাকবে, তখন আত্মীয়দের মাঝে শত্রুতা ও বিদ্বেষ বৃদ্ধি পাবে। এতে প্রত্যেক উত্তরাধিকারীর প্রাপ্য অংশ লাভের দাবী তীব্র হবে। অপরদিকে এই ওয়ারিছদের কেউ মারা গেলে মীরাছ বণ্টনের পরিসর বেড়ে যায়, সেটা সীমিত গণ্ডির মধ্যে থাকে না। কারণ এক্ষেত্রে প্রতিনিধিত্ব বেড়ে যায়। আর সকলে সম্পদের প্রাপ্য অংশ গ্রহণের জন্য সমবেত হয়। এতে পরস্পরের মধ্যে কুধারণার সৃষ্টি হয় এবং গোলযোগ ও ঝগড়া-বিবাদ বেঁধে যায়। ফলে পরিস্থিতি হয় সঙ্কটাপন্ন, সমস্যা হয় ব্যাপক ও বিস্তৃত। এর ফলাফল হয় আত্মীয়দের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা ও সম্পর্ক ছিন্নকরণ।

১০. আত্মীয়দের মাঝে যৌথ কারবার : যখন কয়েক ভাই কিংবা কিছু আত্মীয়-স্বজন মিলে যৌথভাবে কোন প্রকল্প অথবা ব্যবসা বা কোম্পানী চালু করা হয় এবং তা যদি সুদৃঢ় ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত ও স্বচ্ছভাবে পরিচালিত না হয়, তখন অংশীদারদের মাঝে দূরত্ব সৃষ্টি হয়। এজন্য তা প্রতিষ্ঠিত হ'তে হবে নিষ্কলুষ মন-মানসিকতা নিয়ে। অন্যথা যখন উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে, কর্মপরিধি বেড়ে যাবে তখন পরস্পর বিরোধী মনোভাব তৈরী হবে। বিদ্রোহ ত্বরান্বিত হবে এবং খারাপ ধারণা সৃষ্টি হবে। বিশেষত তাক্বওয়া বা আল্লাহভীতি ও পরার্থপরতা, নিঃস্বার্থ মানসিকতা কম থাকলে অথবা একজন স্বীয় সিদ্ধান্তে অটল থাকলে কিংবা পক্ষপাতদুষ্ট হ'লে সম্পর্ক বিনষ্ট হয়, বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি হয়। কখনও অবস্থা এমন হয় যে, এ বিষয়টি আদালত পর্যন্ত গড়ায়। ফলে প্রতিপক্ষের জন্য এটা হয় লজ্জা ও অপমানের কারণ। আল্লাহ বলেন,

وَإِنَّ كَثِيراً مِّنَ الْخُلَطَاء لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَعَمِلُوْا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيْلٌ مَّا هُمْ-

'আর শরীকদের অনেকে একে অন্যের উপর তো অবিচার করে থাকে, করে না কেবল মুমিন ও সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তিগণ এবং তারা সংখ্যায় স্বল্প' *(ছোয়াদ ৩৮/২৪)*।

১১. দুনিয়া নিয়ে ব্যস্ত থাকা : দুনিয়া ও দুনিয়ার ভোগ-বিলাস, বিত্ত-বৈভবে নিমজ্জিত ব্যক্তি, যার আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা ও তাদের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করার মত সময় নেই এবং তাদের প্রতি সৌহার্দ্য-সম্প্রীতি প্রদর্শনের মত ন্যূনতম ফুরসত নেই। এরূপ ব্যক্তির সাথে অন্যরাও সম্পর্ক বজায় রাখতে পারে না। পক্ষান্তরে এ ধরনের লোকের নিকটে পার্থিব জীবন হয় মুখ্য এবং পরকালীন জীবন হয় গৌণ। ফলে তারা দ্বীনদার, পরহেযগার মানুষের সাথে খাপ খাইয়ে চলতে পারে না। কখনওবা এদের দুনিয়াপ্রীতি ধর্মভীরু মানুষকে দূরে ঠেলে দেয়। কেননা এ ধরনের লোকেরা আল্লাহভীরুদের অজ্ঞ, মূর্খ ও অসামাজিক বলে তিরস্কার ও ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে।

১২. দূরত্ব ও সাক্ষাৎ করতে অলসতা : এমন অনেক মানুষ আছে, যারা আত্মীয়-স্বজনের বাড়ী দূরে হয়ে গেলে তাদের সাথে সাক্ষাৎ করতে কষ্টবোধ করে। এর ফলে ঐ আত্মীয়রা ধীরে ধীরে তার থেকে দূরে সরে যায়। দূরের আত্মীয়দের সাথে সাক্ষাতের ইচ্ছা থাকলেও সফরের কষ্ট তাকে নিবৃত্ত করে দেয়। ফলে ঐ আত্মীয়দের সাথে সাক্ষাতের জন্য তাদের বাড়ীতে গমন করতে হতোদ্যম হয়ে পড়ে।

১৩. আত্মীয়দের কষ্ট সহ্য না করা ও সহিষ্ণু না হওয়া : অনেক লোক আছে, যারা আত্মীয়দের প্রদত্ত ন্যূনতম কোন কষ্টও সহ্য করে না এবং তাদের কোন তিরস্কারও বরদাশত করে না। এমনকি এ কারণে লোকেরা ক্রমশঃ আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নের দিকে ধাবিত হয়।

১৪. বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আত্মীয়দের ভুলে যাওয়া : পরিবারের কারো ওয়ালীমা বা অন্য কোন অনুষ্ঠানে উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন ও সম্ভ্রান্ত-ধনীদের দাওয়াত দেওয়া হয়; অথচ দরিদ্র আত্মীয়দেরকে দাওয়াত দেয়া হয় না। কখনও

দায়সারাভাবে কিংবা ফোনে দাওয়াত দেওয়া হয়। কোন কোন সময় কাউকে ভুলবশত আমন্ত্রণ করা হয় না। এসব কারণে আত্মীয়দের মাঝে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়। কেউ এ ভুলে যাওয়াকে মনে করে তাদের সাথে ভুলে যাওয়ার অভিনয় করা হয়েছে বা তাদেরকে তুচ্ছ জ্ঞান করে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। এ ধরনের কুধারণা সৃষ্টির ফলে জ্ঞাতি সম্পর্ক ছিন্ন ও তাদের প্রত্যাখ্যানের দিকে ধাবিত হয়।

১৫. হিংসা-দ্বেষ : আল্লাহ অনেককে বিদ্যা-বুদ্ধি ও সম্পদ দান করেছেন এবং তাদের অন্তরে আত্মীয়দের প্রতি মুহাব্বত সৃষ্টি করে দিয়েছেন। তারা সাধ্যমত আত্মীয়দের আদর-আপ্যায়ন করে। এটা দেখে কোন কোন আত্মীয় হিংসা করে, তার খুলূছিয়াতে সন্দেহ পোষণ করে। সে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠায় ভোগে, অস্থিরতা তাকে পেয়ে বসে। ফলে ঐ আত্মীয়ের প্রতি অকারণে বিদ্বেষ ও শত্রুতা পোষণ করে। এটাই এক সময় তাদের মাঝে বিচ্ছিন্নতার প্রাচীর খাড়া করে দেয়।

১৬. অত্যধিক হাসি-ঠাট্টা : অতিরঞ্জিত কোন কিছুই ভাল নয়। তেমনি হাসি-ঠাট্টার ক্ষেত্রেও বাড়াবাড়ি মঙ্গলজনক নয়। কারণ সবাই এসব পসন্দ করে না। আবার হাসি-ঠাট্টার ছলে মুখ ফসকে এমন কথা বের হয়ে যায়, যা অন্যের কাছে অসহনীয় হয় এবং এটা তার মনে বিরূপ প্রভাব ফেলে। ফলে যে ব্যক্তি উক্ত কথা বলে তার প্রতি ক্ষোভ ও ক্রোধের সৃষ্টি হয়। যা পরস্পর সম্পর্ক ছিন্নের পর্যায়ে গড়ায়।

১৭. চোগলখোরী করা : চোগলখোরী যেমন মানুষের মধ্যে ফাসাদ সৃষ্টি করে, তেমনি আত্মীয়দের মাঝেও সম্পর্কের অবনতি এবং ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি করে। কেননা পরস্পরের দোষ-ত্রুটির আদান-প্রদান ও কুৎসা রটনা মানুষের অন্তরে ক্ষোভ পয়দা করে। আর আত্মীয়দের মাঝে এ ঘটনার অবতারণা হ'লে আত্মীয়তা নষ্ট হয়।

১৮. কু-ধারণা পোষণ করা : কোন কোন সময় আত্মীয়রা অপরের কাছে স্বীয় প্রয়োজন ও চাহিদা ব্যক্ত করে তা পূরণের দাবী করে। কিন্তু দাবীকৃত ব্যক্তির পক্ষে তা পূরণ করা সম্ভব হয় না বা সে অপারগতা প্রকাশ করে। এতে যাচঞাকারীর মনে ঐ আত্মীয় সম্পর্কে খারাপ ধারণা তৈরী হয়। সে মনে করে যে, সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও তাকে সহায়তা করা হ'ল না। এতে তার মনে ঐ আত্মীয়ের প্রতি বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়। যা এক সময় বিচ্ছিন্নতায় রূপ

নেয়। এছাড়াও বিভিন্ন কারণে কু-ধারণা সৃষ্টি হ'তে পারে। এগুলি থেকে বেঁচে থাকা যরূরী।

১৯. আত্মীয়দের থেকে নিজের প্রকৃত অবস্থা গোপন রাখার প্রচেষ্টা : এক শ্রেণীর ধনী লোক আছে, যারা সম্পদের যাকাত বের করে দূরবর্তী লোকদের দান করে এবং নিকটাত্মীয়দের পরিত্যাগ করে এ কারণে যে, আত্মীয়রা তার সম্পদের পরিমাণ জেনে যাবে। নিজেকে গোপন রাখার প্রচেষ্টায়ই সে আত্মীয়দেরকে দূরে সরিয়ে দেয়।

২০. স্বামী-স্ত্রীর অসৎ চরিত্র : কোন কোন লোক স্ত্রীর খারাপ চরিত্রের কারণে সীমাহীন কষ্ট সহ্য করে ও অশেষ দুর্ভোগ পোহায়। কেউই এটা সহ্য করতে পারে না। জীবন তার কাছে অসহনীয় হয়ে ওঠে। স্ত্রীর অসৎ চরিত্রের কারণে সে চায় না তার কোন আত্মীয় বা অন্য কেউ তার স্ত্রীর সাথে কথা বলুক। ফলে সে আত্মীয়দের থেকে দূরে সরে যেতে থাকে। এমনকি আত্মীয়দের সাথে সাক্ষাৎ করা থেকেও বিরত থাকে এবং তাদের সাথে কোন সম্পর্ক রাখতে চায় না। আবার কেউ তার বাড়ীতে আসলেও সে আনন্দিত হয় না, তার সাথে হাসিমুখে কথা বলে না। তাকে যথাযথ আপ্যায়ন করে না। এসব কারণে আত্মীয়তার সম্পর্ক বিনষ্ট করে। পক্ষান্তরে স্বামীর চরিত্র খারাপ হ'লেও স্ত্রীকে সমস্যায় পড়তে হয়। সেও স্বামীর সাথে তার কোন মহিলা আত্মীয় দেখা-সাক্ষাৎ করুক বা কথা বলুক এটা সে মেনে নিতে পারে না। ফলে স্বামীকে সে আত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক রক্ষা না করতে বাধ্য করে।

এগুলি হচ্ছে আত্মীয়তার সম্পর্ক বিনষ্ট হওয়ার কতিপয় কারণ। সুতরাং এসব কারণের কোন একটি পরিলক্ষিত হ'লে তা দ্রুত পরিহার করতে হবে এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করতে হবে। আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন হওয়ার মত সকল প্রকার কারণ থেকে সর্বতোভাবে দূরে থাকতে হবে।

উপসংহার

সমাজের উন্নতি-অগ্রগতি, সফলতা, সুখ-শান্তি, নিরাপত্তা-স্থিতিশীলতার অনেকটাই নির্ভর করে সামাজিক সম্পর্কগুলোর উপরে। সমাজের সদস্যদের মাঝে সম্পর্ক যত উন্নত হবে সে সমাজ তত উন্নত হবে। এজন্য

ইসলাম সামাজিক বিভিন্ন সম্পর্কের প্রতি গুরুত্বারোপ করেছে। তন্মধ্যে আত্মীয়তার সম্পর্ক অন্যতম। আত্মীয়তার বন্ধন নিছক কোন সামাজিক বিষয় নয়। বরং ছালাত-ছিয়াম, হজ্জ-যাকাত প্রভৃতি মৌলিক ইবাদতের ন্যায় আত্মীয়তার সম্পর্কের প্রতি ইসলামে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। কারণ আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা আল্লাহর সাথে সম্পর্ক জুড়ে রাখা ও জান্নাত লাভের অন্যতম উপায়। অনুরূপভাবে পার্থিব জীবনে হায়াত ও জীবিকায় বরকত লাভ করার মাধ্যম হচ্ছে আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা।

তাই আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা অতীব যরূরী। আর আত্মীয়তার সম্পর্ক বিনষ্ট করা জান্নাত থেকে মাহরূম হওয়ার কারণ। এজন্য রাসূল (ছাঃ) তাঁর মৃত্যুশয্যায় থাকাকালে উম্মতকে সাবধান করে বলেন, أَرْحَامَكُمْ أَرْحَامَكُمْ ‘তোমাদের আত্মীয়-স্বজন, তোমাদের আত্মীয়-স্বজন’ (অর্থাৎ আত্মীয়-স্বজন সম্পর্কে সাবধান হও)।[৬৭] অতএব প্রত্যেক মুসলিম পুরুষ-নারীকে আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করতে হবে। আল্লাহ আমাদের সবাইকে তাওফীক দান করুন-আমীন!

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَسَلاَمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَصَلَّي اللهُ تَعَالَي عَلَي نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانِ إِلَي يَوْمِ الدِّيْنِ- سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لآ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ- رَبَّنَا اغْفِرْلِى وَلِوَالِدَىَّ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَابُ-

॥ সমাপ্ত ॥

---

৬৭. *ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৪৩৬; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৭৩৬, ১৫৩৮; ছহীহুল জামে‘ হা/৮৯৪, সনদ ছহীহ।*